চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 172 Tuesday, 23 May, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১৭২ সংখ্যা ✻ ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৩ মে, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

কালিয়াগঞ্জে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের স্ত্রী গৌরী বর্মন, ময়নায় নিহত বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়ার ছেলে প্রসেনজিৎ ভুঁইয়াকে চাকরি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চাকরি দিলেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারের চাপে পরীক্ষা বন্ধ হয়েছে। পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে রামানন্দ কলেজে। অভিষেকের নিরাপত্তায় থাকা পুলিশের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই কলেজে। আজ বাঁকুড়া থেকে ফের কর্মসূচি চালু করলেন অভিষেক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

পরিবেশ দূষণ, মানসিক চাপ সঙ্গে যত্নের অভাব। সব মিলিয়ে চুলের দফারফা। চিরুনি হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ তন্বীর। সমস্যা থেকে বাঁচতে ভুরি ভুরি রাসায়নিক মিশ্রিত সামগ্রীর দিকে হাত বাড়ান অনেকেই। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আগামী মাসে আর্জেন্টিনা যে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে, তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ, তারিখ ও লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তারা এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, চিনের রাজধানী বেজিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেবেন মেসি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'বহুকাল আমার মনে থাকবে'

'নবজোয়ারে' ফিরেই চমকে দিলেন অভিষেক!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মেঃ শুক্রবার শেষ করেছিলেন সোনামুখীতে। ৫৭ ঘণ্টা পরে বাঁকুড়ায় ফিরে এসে ইন্দাস থেকে ফের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করলেন তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি। সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হেলিকপ্টারে করে ইন্দাসে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিপ্যাড থেকে তিনি যান ইন্দাসে বজ্রপাতে নিহত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি বলেন, ''সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে, সকল চক্রান্তকে পদদলিত করে দু'দিন পর পুনরায় বাঁকুড়ার ইন্দাসে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলাম। গণদেবতার স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা এবং উপচে পড়া সমর্থন আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে লেখা থাকবে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গর্বগাথা হয়ে থেকে যাবে এবং এই বিশ্বাস দিয়েছেন আপনারা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা। আপনারা মাথায় হাত রেখে আশ্বাস দিয়েছেন, তাই পথে নেমেছি দিল্লির বঞ্চনার বিরুদ্ধে। আমি কথা দিচ্ছি, মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে বদলে যাবে এই বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি।'' সোমবার ইন্দাসে বজ্রপাতে আহতদের সকলের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,

''মানুষের যাবতীয় সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা বদ্ধপরিকর। মানব কল্যাণের হিতার্থেই জনসংযোগ যাত্রা-র অবতারণা করা হয়। এই কর্মসূচি এই মহান উদ্দেশ্যের বার্তাবাহক।'' অভিষেকের সংযোজন, ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন একটা ব্যাপার যেখানে কারওই কিছু করার থাকে না। কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার ইন্দাসে ভয়াবহ বজ্রপাতের কবলে পড়েন বেশ কিছু মানুষ। আমি আজকে নিজে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছি। যে-কোনও প্রয়োজনে তাঁদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অনুগ্রহ করে সকলে সাবধানে থাকবেন, ভাল থাকবেন। আপনাদের সুস্থতাই আমার পরম কাম্য।'' এরপর এদিন কোতুলপুরে রোড শো করেন অভিষেক। প্রথমে গাড়ির ছাদে, পরে মিছিল করেন তিনি। অভিষেক বলেন, ''উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উচ্ছ্বাসে ভাসল কোতুলপুরের রোড শো। জনসংযোগ যাত্রা-র পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই যাত্রার ২৬তম দিনে এই রোড শো আয়োজিত হয়। সেই আয়োজনে মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে স্পষ্ট, মানুষের ভরসা-বিশ্বাস সব আমাদের ওপরেই। এই জনসংযোগ যে সত্যিই জনজোয়ারে পরিণত হয়েছে, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল বাঁকুড়াবাসীর সৌজন্যে। মানুষের এই অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের প্রতি অন্তরের টান অনুভব করেছেন বলেই এভাবে তাঁরা আমার পাশে থাকলেন। আসলে বাঁকুড়াবাসী উপলব্ধি করেছেন, আমরা ছাড়া আর কেউই 'মানুষের পঞ্চায়েত' গঠনের মতো অভিনব উদ্যোগ নেবে না। সেই কারণেই আমাদের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁরা। আজকের কোতুলপুরের এই রোড শো'র রেশ বহুকাল আমার মনে থেকে যাবে।''

অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে প্রশ্ন শুনে বেশ বিরক্ত পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে হাজির হওয়ার সময় ফের নিজের হয়ে সওয়াল করলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আদালতে পার্থবাবুকে তোলা মানেই কোনও না কোনও বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া দেবেনই। অন্যথা হল না সোমবারও। তবে, যাই বলুন না কেন, কখনই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কখনও তিনি বিতর্কিত কোনও মন্তব্য করেননি। বরং আস্থাই দেখিয়েছেন বরাবর। তবে, সোমবার জেল থেকে তাঁকে আদালতে পেশের সময় বিরাট চমক দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই ডেকে জেরা করেছে,

এই বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে হঠাৎই তিনি বলেন, ''আমি ৩০০ দিনের বেশি জেলে রয়েছি। আমি কেমন আছি? আমার কথা জিজ্ঞাসা করুন। আমি ৩০০ দিনের ওপর বিনা বিচারে জেলে রয়েছি।'' এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নতুন কর্মসূচি 'তৃণমূলে নবজোয়ার'-এর জন্য শুভেচ্ছা জানান তিনি। সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদেরও 'গাইডিং ফোর্সের' নেতা বলেও উল্লেখ করেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে জনসংযোগ যাত্রা করছেন অভিষেক। তৃণমূল সাংসদের সেই কর্মসূচি যাতে সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন পার্থ। সঙ্গে এও বলেছিলেন, ''অভিষেক আমাদের ড্রাইভিং ফোর্সের নেতা। আমরা গাইডিং ফোর্সের নেতা।'' সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী আদালত কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাল ফলই করবে তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, তিনি আজও তৃণমূলীই। দলের হয়েই সওয়াল করছেন। এরপর অভিষেককে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ায় সেই জল্পনাই আরও জোরাল হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জেলবন্দি পার্থ বলেছিলেন, 'অভিষেকের নবজোয়ার ১০০ শতাংশ সফল।' এখানেই না থেমে থেকে তিনি বলেন, 'অভিষেকের নবজোয়ার আসলে জনজোয়ার।' দিনকয়েক আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে মেলা বিপুল টাকার উৎস নিয়ে। আর ঠিক তখনই যা জবাব দেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তাতে চমকে যান উপস্থিত সকলেই। অর্পিতার ফ্ল্যাটে মেলা সেই টাকার উৎস নিয়ে পার্থবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ জবাব দেন, ''আপনারা খোঁজ নিন।'' গত শনিবার সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে বেরিয়ে নিজের বক্তব্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও তুলে আনেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সিনিয়র নেতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছি।'' এবার সেই প্রেক্ষিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

১০ কোটিরও বেশি পরিষেবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে

উচ্ছ্বসিত মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে ১০ কোটিরও বেশি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সাফল্যের জন্য রাজ্যবাসী ও বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দিনেও বাংলা সহায়তা কেন্দ্র একইভাবে সাধারণ মানুষের সেবায় কাজ করে যাবে। তিনি লিখেছেন, 'এই সাফল্যই প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যবাসীকে বিনামূল্য সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।' উল্লেখ্য, রাজ্যের

বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাগুলির বিষয়ে আমজনতাকে আরও বেশি অবগত করার জন্য এবং মানুষের দুয়ারে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ২০২০ সালে পথ চলা শুরু হয় এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের। তিন বছরের মধ্যেই রাজ্যের ১০ কোটিরও বেশি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। অতীতে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বার বার সরকারি অফিস ও দফতরগুলিতে ছোটাছুটি করতে হত। কিন্তু এই প্রকল্প চালু করার পর থেকে সাধারণ মানুষের সেই সমস্যা অনেকটাই লাঘব হয়েছে। সরকারি পরিষেবাগুলিকে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিস্ক প্রসূত এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। ১০ কোটি পরিষেবার পর টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীর লেখায় সেই আবেগ বার বার ফুটে উঠেছে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে ৩৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। যেখান থেকে অনলাইনে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়ে থাকে। সবমিলিয়ে রাজ্যের ৪০টি দফতরের ২৬০ ধরনের সরকারি পরিষেবা এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া যায়।

রাজ্যপালের চিঠি উপাচার্যদের, সাপ্তাহিক রিপোর্ট কই? জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ জগদীপ ধনকড় রাজ্যপাল থাকাকালীন উপাচার্যদের ডেকে পাঠানো, না এলে টুইট করে সমালোচনা করা ছিল রুটিন। কিন্তু আনন্দ বোস বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হয়ে আসার পর তেমনটা দেখা যায়নি। তবে গত এপ্রিলে আচার্য হিসাবে রাজ্যপাল রাজ্যের সমরত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা ছিল, প্রতি সপ্তাহের শেষে সাপ্তাহিক কাজের হিসাব রাজভবনকে পাঠাতে হবে। সেই রিপোর্ট না আসায় ফের উপচার্যদের চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল। এ নিয়ে অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্টই বলেছেন, ''এটা আগের চিঠিরই পুনরাবৃত্তি। যা করার তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেই করা হবে।'' এ ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা দফতর আইনি পরামর্শও নেবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। ওই নির্দেশিকায় রাজ্যপাল আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। তারমধ্যে অন্যতম ছিল, কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি আর্থিক লেনদেন করতে চায় তাহলে আচার্য তথা রাজ্যপালের অনুমোদন লাগবে। সেইসঙ্গে এও বলা হয়েছিল, এবার থেকে আচার্যের সঙ্গে উপাচার্যদের যোগাযোগ আর ভায়া উচ্চশিক্ষা

দফতর করতে হবে না। সরাসরিই তাঁরা তা করতে পারবেন। রাজ্যপালের এই সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলবকে ভালভাবে নেয়নি নবান্নও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন, ''সারা সপ্তাহ পড়াশোনা হবে, কাজ হবে না রিপোর্ট পাঠাবেন?'' ধনকড় জমানার পর আনন্দ বোস আসার নবান্নের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাবর্তনে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে রাজ্যপালের প্রশংসা, সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যায় রাজ্যপালের বাংলা শেখার হাতেখড়ি-সবই প্রায় মাইলফলক হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে একাধিক ঘটনায় দেখা গিয়েছে তাল কাটছে। এপ্রিলে উপাচার্যদের পাঠানো নির্দেশিকা ছিল তার অন্যতম উদাহরণ। এবার সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় ফের চিঠি পাঠালেন রাজ্যপাল।

মিলল না রক্ষাকবচ, শুক্রবার অভিষেকের আবেদনে শুনানি, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ সুপ্রিম কোর্টে আপাতত স্বস্তি পেলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিআই এবং ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তিনি নানা কর্মসূচিতে যখন ব্যস্ত রয়েছেন, তখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। যদিও অভিষেকের আর্জিতে আজই তাঁকে কোনও রক্ষাকবচ দেয়নি শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চে এ দিন মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। অভিষেককে কেন্দ্রীয় এজেন্সি বার বার নোটিস পাঠিয়ে হেনস্থা করছে এবং তাঁকে গ্রেফতারের আশঙ্কা প্রকাশ করে জরুরি শুনানির আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙভি। এই আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত জানায়, শুক্রবার মামলাটির শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, গত শনিবারই অভিষেককে ডেকে পাঠিয়ে সাড়ে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া কুন্তল ঘোষ জেলে বসেই চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য তাঁকে বারবার চাপ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। কুন্তল ঘোষ যখন চিঠি লিখছেন, ঠিক তার আগেই একটি রাজনৈতিক সভা থেকে একই অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বিষয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এরপর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মামলাটি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে সরে যায়। মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অমৃতা সিনার বেঞ্চে। বিচারপতি সিনহা বিচারপতি গাঙ্গুলির নির্দেশ বহাল রাখেন। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তল ঘোষকে ২৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করেন। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্জি ছিল, ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক এবং মামলার দ্রুত শুনানি হোক। কিন্তু, দ্রুত শুনানির আর্জি মঞ্জুর করা হল না। শীর্ষ আদালত শুক্রবার এই মামলার জন্য সময় দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত তৃণমূলের বহিস্কৃত যুবনেতা কুন্তল অভিযোগ করেছিলেন, ইডি এবং সিবিআই তাঁকে অভিষেকের নাম বলার জন্য চাপ দিচ্ছেন। অভিযোগ জানিয়ে নিম্ন আদালতে চিঠিও দেন কুন্তল। তার পর পুলিশি হস্তক্ষেপ চেয়ে সেই চিঠি যায় হেস্টিংস থানায়। এই মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ ছিল, কেন্দ্রীয় সংস্থা চাইলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন অভিষেক।

নেওয়ার ব্যবস্থা উপযুক্ত না হলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া যাবে না দেহ, কড়া নির্দেশ নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ সম্মানের সঙ্গে ডেড বডিকে নিয়ে যেতে হবে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হলে তবেই মৃতদেহ রিলিজ করতে হবে। শববাহী যান বা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হলেই মৃতদেহ রিলিজ করতে হবে। প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার এবং প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ নবান্নের। নবান্নের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, 'মৃতদেহ তখনই রিলিজ করবেন যখন মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা হচ্ছে।' পাশাপাশি কড়া নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোনও ব্যবস্থা না হয় তাহলে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটনা দেখা গেছে যেখানে ডেড বডি এমনভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা দৃষ্টিকটু। সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য ডেড বডি সেই ভাবে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ করেই স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ঘটে যায় এক দুঃখজনক ঘটনা। সেখানে দেখা যায়, শববাহী গাড়ি না পেয়ে, ব্যাগে করে সন্তানের শব বাড়ি নিয়ে আসেন বাবা। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় সমালোচনা। স্বাভাবিক ভাবে ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

'দুর্নীতি কোনও ভাবেই বরদাস্ত নয়!', সিবিআই তদন্ত নিয়ে কড়া অবস্থান ডিভিশন বেঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েও লাভ হল না রাজ্যের। পুর নিয়োগ তদন্তে বহাল রইল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ। অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট। ১৩ এপ্রিল ইডি-র দেওয়া রিপোর্টকেই মান্যতা আদালতের। এদিন অয়ন শীল জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত নথি ও তথ্যকে মান্যতা দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও এদিন রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়, ''পুরনিয়োগে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। রাজ্যকে তদন্তের সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না করা হয়।'' সব শুনে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মন্তব্য, ''দুর্নীতি কোনও ভাবেই বরদাস্ত নয়। দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ হবে না।''আগামী ৬ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র ধরেই সামনে আসে অয়ন শীলের নাম। তার বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের একাধিক নথির সাথেই উদ্ধার হয় রাজ্যের একাধিক পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। উদ্ধার হয় পুর নিয়োগের ওএমআর শিট। ইডির জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে রাজ্যের ৬০টির বেশি পুরসভার একাধিক পদে নিয়োগের বরাত পেয়েছিল অয়ন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেড। আর তাতেই অযোগ্যদের মধ্যে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির তথ্য উঠে আসে। পরবর্তী কালে ইডি দাবি করে পুরসভা নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ইডির তরফে। এরপরই কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত করবে। যদিও এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য। যা পরে ফিরে আসে কলকাতা হাইকোর্টে। যেখানে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরোধিতা করে ডিভিশন, বেঞ্চে যায় রাজ্য। বর্তমানে সেখানেই চলছে মামলা।

নতুন করে অশান্তি মণিপুরে, সেনা-আধাসেনাকে আহ্বান, জারি কারফিউ

ইম্ফল, ২২ মেঃ ফের উত্তপ্ত মণিপুর। সূত্রের খবর, সোমবার (২২ মে) বিকেলে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের চেকন এলাকায় এক স্থানীয় বাজারের দখল নিয়ে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফের সংঘর্ষ শুরু হয়। এরপরই বেশ কিছু ঘর-বাড়িতে লুঠপাট করা হয় এবং বেশ কয়েকটিতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়ে। এর আগেই হিংসার হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, সেই ফাঁকা বাড়িগুলিতে অবাধে লুঠ চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর এরপরই ওই এলাকায় ফের কারফিউ জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডাকা হয়েছে সেনা এবং আধাসেনার জওয়ানদের। ইম্ফল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদি পাঠানো হচ্ছে, সেই পণ্যবহনকারী ট্রাকগুলি যাতে লুঠ না হয়ে যায়, সেই দিকে বাড়তি নজর রাখা হয়েছে। বিশেষ করে মণিপুরের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত জাতীয় সড়ক ৩৭ যাতে কোনওভাবে বন্ধ না হয়ে যায়, সেই দিকে জোর দিচ্ছে ভারতীয় সেনা এবং অসম রাইফেলস। চলতি মাসের শুরুতেই আদিবাসী কুকি সম্প্রদায় মণিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। মেইতেই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই তফসিলি

উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এরই বিরোধিতা করে ৩ মে একটি সংহতি মিছিল আয়োজন করেছিল কুকি সম্প্রদায়। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ বেধেছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রায় সপ্তাহব্যাপী হিংসার জেরে প্রাণ যায় প্রায় ৭০-এর বেশি মানুষের। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। প্রাণ বাঁচাত হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে সরকারি আশ্রয় শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদিন তাদের ফেলে যাওয়া ঘর-বাড়িই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের একটা ইতিহাস রয়েছে। মণিপুরের মোট জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশই হলেন মেইতেই সম্প্রদায়ের। কিন্তু, তারা তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত নয় বলে পাহাড় এবং জঙ্গলের সংরক্ষিত এলাকায় জমি কেনার অধিকার তাদের নেই। ফলে জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ হয়েও তাঁদের থাকতে হয় রাজ্যের মোট জমির ১০ শতাংশে। এই অবস্থায় তারা এসটি ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত হলে তারাও পাহাড়ি এলাকায় জমি কিনতে পারবে। এর ফলে তাদের জমি চলে যাবে বলে আশঙ্কা করছে কুকি সম্প্রদায়। তাদের অভিযোগ রাজ্যের এন বীরেন সিং-এর সরকার পদ্ধতিক্রমে কুকি সম্প্রদায়রকে নিশানা করছে। পাহাড়-জঙ্গল থেকে তাদের বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ৩ মে থেকে শুরু হওয়া হিংসার পরই রাজ্যে শান্তি ফেরাতে ঘাঁটি গেঁড়েছে ভারতীয় সেনা এবং অসম রাইফেলস-এর জওয়ানরা। নিয়মিত টহলদারির মাধ্যমে গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছিল তারা। কোনও হিংসার ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে, সোমবার ফের নতুন করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল।

গ্রেফতার বেআইনি, অবিলম্বে শিরিন মাজারিকে মুক্তির আদেশ লাহোর হাইকোর্টের

ইসলাম্লামাবাদ, ২২ মে ঃতেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সিনিয়র নেতা শিরিন মাজারির গ্রেফতারকে ' ঘোষণা করেছেন লাহোর হাইকোর্টের (এলএইচসি) রাওয়ালপিন্ডি বেঞ্চ। একইসঙ্গে আদালত তাকে অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।সোমবার শুনানি সময় মাজারির মেয়ে এই পদক্ষেপকে বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন।শুনানির সময় আদালতের বিচারপতি আওরঙ্গজেব উল্লেখ করেন, ইসলামাবাদ পুলিশ ডেপুটি কমিশনারের জারি করা আদেশ মেনেছে এবং আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করেছে।প্রসঙ্গত, ১২ মে ভোরে শিরিন মাজারিকে গ্রেফতার করে ইসলামাবাদ পুলিশ।

গোমূত্র দিয়ে কর্ণাটক বিধানসভা শুদ্ধিকরণ করল কংগ্রেস, বোম্মাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২২ মে ঃ গোমূত্র দিয়ে কর্ণাটক বিধানসভা (বিধান সৌধ) শুদ্ধিকরণ করল কংগ্রেস। সোমবার সকালে কংগ্রেস কর্মীরা কর্ণাটক বিধানসভা চত্বরে গোমূত্র ছিটিয়ে পূজার্চনা করছেন। কংগ্রেস কর্মীদের বলতে শোনা যায়, তাঁরা গোমূত্র ছিটিয়ে বিধান সৌধকে 'শুদ্ধিকরণ' করছেন।এদিকে, রাজনৈতিক বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সোমবার বিধানসভা চত্বরে হাসিমুখে দেখা গেল কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাইকে। রাজ্য বিধানসভায় হাসিমুখেই কথা বলতে দেখা যায় শিবকুমার ও বোম্মাইকে, উভয়ে কুশল বিনিময় করেন।এদিনই কর্ণাটক বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আর ভি দেশপান্ডে। কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচন্দ গেহলট তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় মোটরবাইকে ধাক্কা বেপরোয়া ট্রাকের, প্রাণ হারালেন দু'জন

গোন্ডা, ২২ মে ঃ উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গোন্ডা জেলায় উমরি-গোন্ডা সড়কে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের, তাঁরা হলেন-লাল্লু চৌহান (২২) ও তাঁর শ্বশুর কারিয়া চৌহান (৪৫)। মোটরবাইকে চেপে বিয়ে বা।তে যাচ্ছিলেন তাঁরা, সেই সময় একটি ট্রাক তাঁদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারলে দু'জনের মৃত্যু হয়।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিবরাজ সোমবার সকালে জানিয়েছেন, রবিবার রাতে উমরি-গোন্ডা সড়কের ওপর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা পরসপুরের বারি গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন।

অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপঃ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল হারল ইতালির কাছে

আর্জেন্টিনা, ২২ মে ঃ গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দল ব্রাজিল হেরে গেল। ইতালি থেকে শক্তির দিক থেকে বেশ এগিয়ে থেকেও তারা ইতালির বাধা পার করতে ব্যর্থ হল। অর্থা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ব্রাজিল হেরেছে ইতালির বিপক্ষে।রবিবার (২১ মে) রাত ৩টায় আর্জেন্টিনার এস্তাদিও মালভিনাস স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ব্রাজিল ও ইতালির অনূর্ধ্ব-২০ দল। ম্যাচটিতে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে ইতালি। ব্রাজিলের হয়ে জোড়া গোল করেন মার্কোস লিওনার্দো। ইতালির হয়ে জোড়া গোল পেয়েছেন সিজার কাসেদাই এবং একটি গোল করেছেন মাত্তেও প্রাতি।

কঠিন সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

পোর্ট মোরেসবি, ২২ মে ঃ কঠিন সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কোভিড মহামারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলিতে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি আগে থেকেই ছিল, এখন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে...ভারত নিজস্ব বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশগুলির

পাশে দাঁড়িয়েছে এ জন্য আমি খুশি। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপের সঙ্গে তৃতীয় ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের সহ-সভাপতিত্ব করেন। ১৪টি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে আরও বলেছেন, আমার কাছে আপনারা বড় সমুদ্রের দেশ এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র নয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, জি-২০-এর মাধ্যমে দক্ষিণ গোলার্ধের উদ্বেগ, তাঁদের প্রত্যাশা ও আকাঙ্খাগুলি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে ভারত নিজস্ব দায়িত্ব বলে মনে করে। জি-৭ সম্মেলনেও গত দুই দিনে আমার এই প্রচেষ্টা ছিল। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত আপনাদের উন্নয়ন সহযোগী হতে পেরে গর্বিত। একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে ভারতকে বিশ্বাস করতে পারেন আপনারা। আমরা বিনা দ্বিধায় আপনার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। আমরা বহুপাক্ষিকতায় বিশ্বাস করি এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিককে সমর্থন করি।

বিজেপিতে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে নাঃসাংসদ বিপ্লব দেব

আগরতলা, ২২ মে ঃ বিজেপিতে বহিরাগতদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। সম্ভবত সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্তে ত্রিপুরায় সংগঠনের চরম ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই খুবই বিরক্তির সাথে এ কথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, অনুপ্রবেশকারী মানসিকতা বিজেপি মেনে নেয় না।গত রবিবার আগরতলায় নিজের সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দেখানো পথে হেঁটে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে। তিনি বলেন, দলের দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছি। কিন্তু সম্প্রতি বাইরে থেকে কিছু মানুষ দলীয় কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। বহিরাগতদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নড্ডার নেতৃত্বে আমরাই সংগঠন পরিচালনা করব।তাঁর দাবি, সামগ্রিক বিষয়ে অবগত হয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোচরে নিয়েছি। তাঁর কথায়, বহিরাগতদের হস্তক্ষেপে সংগঠনের ক্ষতি হোক, কোনওভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না। দলের কল্যাণে কাজের দায়িত্ব পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে সমস্ত বিষয় সঠিক সময়ে জানানো হবে।এদিন তিনি বহিরাগতদের সম্পর্কে সরাসরি কিছুই বলেননি। তবে, সংগঠন দুর্বল হওয়ার জন্য তাঁরাই দায়ী, সে-কথা অত্যন্ত বিরক্তির সাথে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সংগঠনের কল্যাণে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে, সাংগঠনিক রদবদল ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। কিন্তু, অনুপ্রবেশকারী মানসিকতা বিজেপি মেনে নেয় না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় প্রদেশ নেতৃত্ব সকলের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর কাজের ধরণ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। ফলে, সংগঠন মজবুত করার জন্য কীভাবে কাজ করতে হয়, তাঁদের সেটা বোঝা উচিত। নাম না করে আবারও বহিরাগতদের নিশানা করেন বিপ্লব দেব।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সম্প্রতি বিজেপিতে বিভিন্ন স্তরে রদবদল হয়েছে। তাতে দলের অন্দরে চরম অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ওই সিদ্ধান্তে অখুশি নেতৃত্ব প্রদেশ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একজোট হতে শুরু করেছেন। তাতে, আখেরে দলের চরম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, হয়তো বিপ্লব কুমার দেব তা আঁচ করতে পেরেছেন। কয়েক মাস বাদেই লোকসভা নির্বাচন। এ মুহূর্তে দলের ভিতরে তীব্র মতানৈক্য লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে, শীঘ্রই ড্যামেজ কন্ট্রোল সম্ভব না হলে, লোকসভা নির্বাচনে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা উ।য়ে দিচ্ছেন না প্রদেশ নেতৃত্ব।তবে বিজেপিতে বহিরাগত ইস্যুতে বিপ্লব কুমার দেবের বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলবে, তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। তাতে দলে আড়াআড়িভাবে বিভাজন তৈরি হবে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অবশ্য বিপ্লব দেব এদিন জোর গলায় দাবি করেছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে আবারও দুটি আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার থেকে ২,০০০ টাকার নোট বদলের প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ মঙ্গলবার থেকে ২,০০০ টাকার নোট বদলের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে এনিয়ে হু।োহু।রি কোনও দরকার নেই। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করলেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। সোমবার তিনি জানান, বাজারে থাকা সব ২,০০০ টাকার নোট বদলে দেওয়ার মতো টাকা ব্যাংকগুলির কাছে আছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের ডেডলাইন আদতে প্রক্রিয়া মসৃণ করার জন্য ধার্য করা হয়েছে।এরই মধ্যে এসবিআই ঘোষণা করে জানিয়েছে, একবারে কোনও পরিচয়পত্র ছাড়াই ১০টি ২০০০ টাকার নোট বদল করা যাবে। তবে ব্যাংকে নোট বদল শুরুর আগে অনেকেই পেট্রোল পাম্পে ২,০০০ টাকার নোট বদলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে আবার পাম্পের লোকেরা মানা করে দেওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। অনেকে ২,০০০ টাকার নোট নিয়ে সোনার দোকানেও পৌঁছে যাচ্ছেন। এদিকে আরবিআইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে লেখা, ২,০০০ টাকার নোট অবৈধ হচ্ছে না। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যাবে।সম্প্রতি, আরবিআইয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, ২,০০০ টাকার নোট বাতিল করা হচ্ছে। নতুন করে আর ২,০০০ টাকার নোট ছাপানো হবে না। চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২,০০০ টাকার সমস্ত নোট তুলে নেবে আরবিআই। আপাতত এই নোট বৈধ থাকবে। যাঁদের কাছে এখনও ২০০০ টাকার নোট রয়েছে তাঁদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যাংকে জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাপুয়া নিউগিনির সমকক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদীর, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ

পোর্ট মোরেসবি, ২২ মেঃ পাপুয়া নিউগিনিতে একগুচ্ছ কর্মসূচির ফাঁকে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে সোমবার দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাপুয়া নিউ গিনিতে ''থিরুক্কুরাল'' বইয়ের টোক পিসিন অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।এছা।ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী মানসেহ সোগাভারের সঙ্গে একটি দুর্দান্ত বৈঠক হয়েছে। কুক দ্বীপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন মোদী। টুইট করে জানান, জাপান থেকে পাপুয়া নিউ গিনি, কথোপকথন চলছেই... কুক দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী মার্ক ব্রাউনকে আবার দেখতে পেয়ে দারুণ লাগছে।

বেঙ্গালুরুর আন্ডারপাসে জমা জলে তরুণীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে রিপোর্ট তলব, দায়ের এফআইআরও

বেঙ্গালুরু, ২২ মে ঃবেঙ্গালুরুতে আন্ডারপাসে জমা জলে তরুণীর মৃত্যুতে রিপোর্ট তলব করল কর্ণাটক সরকার। এই ঘটনায় দায়ের হয়েছে এফআইআরও। সোমবার কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, একজন তরুণীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে বেঙ্গালুরুতে ১৮টি আন্ডারপাস-সহ রাজ্যের সমস্ত আন্ডারপাসের রিপোর্টের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবকিছু একদিনে ঘটবে না, তবে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করব। আমাদের নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বাসভরাজ বোম্মাই বলেছেন, ভারী বৃষ্টি ও আন্ডারপাসে জল জমার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে, কিন্তু এর আগে কোনও মৃত্যু হয়েছে বলে আমার মনে নেই...এটি (মৃত্যু) এড়ানো যেত এবং বিবিএমপির সময়মতো পদক্ষেপ জীবন বাঁচাতে পারত। কিছু ত্রুটি আছে, খতিয়ে দেখা দরকার। আন্ডারপাসের জমা জল রবিবার প্রাণ কে।ছে বেঙ্গালুরুতে। ২৩ বছরের এক তরুণীর গাড়ি জমা জলে আটকে গিয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বেঙ্গালুরুর একেবারে প্রাণকেন্দ্রে কে আর সার্কেল এলাকায় রবিবার এই ঘটনা ঘটে। তুমুল বৃষ্টির কারণে শহরের একাধিক এলাকায় জল জমে গিয়েছিল। আন্ডারপাসে জমা জলের পরিমাণ ছিল অনেকটাই বেশি।স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবে থাকার মতো জল জমেছিল ওই আন্ডারপাসে। সেখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগোতে গিয়েই এই বিপত্তি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে মোট ছ'জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া থেকে গাড়ি নিয়ে বেঙ্গালুরুতে ঘুরতে এসেছিলেন তাঁরা। আন্ডারপাসে ঠিক কতটা জল জমেছে, বাইরে থেকে দেখে তা বুঝতে পারেননি চালক। তিনি সেখান দিয়েই গাড়ি এগিয়ে

বজরং-ভিনেশরা নারকো টেস্ট নিলে আমি দিতে রাজিঃব্রিজভূষণ

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে বর্তমানে আন্দোলন করছেন কুস্তিগীররা। সেই তালিকায় রয়েছেন বজরং পুনিয়া, ভিনেশ ফোগত, স্বাক্ষী মালিকরা। আন্দোলন চলার মাঝেই ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে নারকো টেস্ট করানোর দাবিও জানিয়েছিলেন বজরংরা। এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন কুস্তি ফেডারেশন-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট।তাঁর বক্তব্য, আমি রাজি আছি, নারকো টেস্ট, পলিগ্রাফি টেস্ট সহ বাকি টেস্টগুলি করাতে। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। সেই শর্তটা হল এই টেস্টগুলি যদি বজবং এবং ভিনেশরা টেস্ট নিলে আমি তা দিতে রাজি আছি। যদি কুস্তিগীররা রাজি থাকেন তাহলে সাংবাদিক সম্মেলন করেই তা ঘোষণা করেন। আমি দেশবাসীর কাছে আমার এই বক্তব্য তুলে ধরলাম। তারপরই জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিতেও ভুললেন তিনি।উল্লেখ্য, বজরং পুনিয়া, ভিনেশ ফগতরা ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে গত ২৩ এপ্রিল থেকে যন্তর-মন্তরের সামনে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই অভিযোগে ব্রিজভূষণ শরণকে শুধু অপসারণ করলেই হবে না, তাঁকে গ্রেফতারেরও দাবি জানিয়েছেন। এরপরই তাঁরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন ন্যায় বিচারের জন্য।

কোভিড রোগী কমে ৭,৬২৩ মৃত্যু আরও ৭ জনের, টিকাকরণও চলছে সমানতালে

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমেছে, সুস্থতার হারও কেড়েছে অনেকটাই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৭৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭,৬২৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৭ জনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৩৯ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৪৭,৪৭২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৬৮ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৯৮,৬০০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ মে সারা দিনে ভারতে ৫১,২৭৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

নতুন সংসদ ভবন রাষ্ট্রপতির দ্বারা উদ্বোধন হওয়া উচিতঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ আগামী ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তে নতুন সংসদ ভবন রাষ্ট্রপতির দ্বারা উদ্বোধন হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার একের পর এক টুইট করেছেন খাড়গে। প্রথমে টুইটে খা।গে লেখেন, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। ভারতের সংসদ হল ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন এর সর্বোচ্চ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ।দ্বিতীয় টুইটে খাড়গে লেখেন, রাষ্ট্রপতি একাই সরকার, বিরোধী দল এবং প্রতিটি নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ভারতের প্রথম নাগরিক। তাঁর দ্বারা

নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের প্রতীক হবে। তৃতীয় টুইটে খাড়গে লেখেন, মোদী সরকার বারবার অধিকারকে অসম্মান করেছে। বিজেপি-আরএসএস সরকারের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়কে টোকেনিজমে পরিণত করা হয়েছে। চতুর্থ টুইটে খাড়গে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে লেখেন, মনে হচ্ছে মোদী সরকার শুধুমাত্র নির্বাচনী কারণেই দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায় থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিশ্চিত করেছে। যদিও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী কোবিন্দকেও নতুন সংসদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, আগামী ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নতুন ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল। উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে।

মোদীকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে সম্মানিত করল ফিজি, অভিভূত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

পোর্ট মোরেসবি, ২২ মে ঃ ফের একবার বিশ্ব মঞ্চে বন্দিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফিজি সরকার তাঁদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে সম্মানিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মান দেওয়ার জন্য ফিজি সরকারকে ধন্যবাদ জানান। পাপুয়া নিউ গিনিতে ফিজির সর্বোচ্চ সম্মান ' কম্প্যানিয়ন অব দ্য অর্ডার অব ফিজি' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি রাবুকা মোদীর গলায় মেডেল পরিয়ে এই সম্মান তুলে দেন।এর পাশাপাশি পাপুয়া নিউ গিনিও তাদের সর্বোচ্চ সম্মান ' কম্প্যানিয়ন অব দ্য অর্ডার অব লোগোহু' তে ভূষিত করল মোদীকে। গোটা বিশ্বকে নেতৃত্বদানের জন্যই তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হল। তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও বিশ্বের নানা দেশের একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সম্মান শুধুমাত্র আমার নয়, ১৪০ কোটি ভারতীযের, শতাব্দী প্রাচীন ভারত-ফিজি সম্পর্কের..।

দেশবাসীকে আশ্বাস আরবিআই গভর্নরের, বললেন মুদ্রিত নোট পর্যাপ্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি উপলব্ধ রয়েছে

মুম্বই, ২২ মে ঃ দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করে বলছি, আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই মুদ্রিত নোটগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি উপলব্ধ রয়েছে। আমাদের সিস্টেমে ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রিন্ট করা নোট পাওয়া যাচ্ছে - শুধুমাত্র আরবিআই-এর কাছেই নয়, ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা পরিচালিত কারেন্সি চেস্টেও রয়েছে। সুতরাং, পর্যাপ্ত স্টক উপলব্ধ এবং চিন্তার কোন কারণ নেই।আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি ক্লিন নোট নীতি অনুসরণ করে আসছে। সময়ে সময়ে, আরবিআই একটি নির্দিষ্ট সিরিজের নোট প্রত্যাহার করে এবং নতুন নোট জারি করে...আমরা প্রচলন থেকে ২০০০

টাকার নোট প্রত্যাহার করে নিচ্ছি কিন্তু তারা আইনি দরপত্র হিসাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, আমরা আমাদের প্রেস নোটে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে ২০০০ টাকার নোটগুলি প্রাথমিকভাবে অর্থের মূল্য দ্রুত পূরণ করার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল, যা সিস্টেম থেকে নেওয়া হয়েছিল যখন তখন প্রচলিত ১০০০ এবং ৫০০ টাকার নোটের আইনি দরপত্রের অবস্থা ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে (নোট বিনিময়ের জন্য) যাতে এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়।

দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৭.৩ ডিগ্রি, গরমের দাপটে নাজেহাল উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারত

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃউত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতের কিছু কিছু জায়গায় আগামী ৪৮ ঘন্টা তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় মৌসম বিভাগ। উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী দুই দিন তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গরম কম নেই রাজধানী দিল্লিতেও। সোমবারই দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।সোমবার সকালের দিকে দিল্লি গরম কম থাকলেও, বেলা বাড়তেই রোদের দাপটও বাড়ে। প্রবল গরমে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা দিল্লিবাসীর। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েক দিনে রাজধানীতে তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। এমনকি তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্র জৈনের স্বাস্থ্যের অবনতি

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ তিহার জেলে বন্দি দিল্লি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে সোমবার স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তায় তিহার জেল থেকে তাকে হাসপাতালে আনা হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে জৈনের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জানান, তাঁর ওজন ৩৫ কেজি কমেছে। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তিনি তিহারের সাত নম্বর জেলে বন্দি রয়েছেন।এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট করেছেন, সত্যেন্দ্র জৈনের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। দিল্লি ও দেশের মানুষ বিজেপি সরকারের এই দাম্ভিকতা ও নিপীড়ন ভালোভাবে দেখছে। এমনকি ঈশ্বরও এই অত্যাচারীদের ক্ষমা

বঙ্গ ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ে সুদূর আমেরিকাতেও বিশেষ খ্যাতি নয়াবাজারের দইয়ের

নিজস্বসংবাদদাতা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বঙ্গবাসীর মন জয় তো আগেই হয়েছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে দই প্রত্যেক বছর পাড়ি দেয় সুদূর প্রবাসেও। কথা হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নয়াবাজারের দই এর। যার খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে শহর ছেড়ে গ্রাম, জেলা, রাজ্যে ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে। যেমন অতুলনীয় গন্ধ তেমনিই স্বাদ সেকারণেই বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে নয়াবাজারের দই কিনতে। কথায় বলে বাঙালির শেষ পাতে একটু দই না হলে ঠিক জমে না। নয়াবাজারের দইয়ের মধ্যে ক্ষীর দই, টকদই, সাদাদই, চিনিপাতা দই এবং মিষ্টি দই প্রভৃতি জনপ্রিয়। পুরনো রীতি মেনেই দুধ সংগ্রহের পর মাটির সরা বা পাত্রে দই প্রস্তুত করেন বিক্রেতারা। জন্মদিন বিয়ে থেকে শুরু করে নানান অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে নয়াবাজারের দই এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে বহু প্রজন্ম ধরে। নয়াবাজারের দই বিক্রেতা বিপ্লব ঘোষ বলেন উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা, পার্শ্ববর্তী রাজ্য এমনকি আমেরিকাতেও আমাদের দই পাড়ি দেয় প্রত্যেক বছর । তার কথায় গত দুইবছর লকডাউনে ব্যবসা কিছুটা খারাপ হলেও লকডাউন শিথিল হতেই পুনরায় ব্যাবসা ভালো হচ্ছে। দই কিনতে আসা এক ক্রেতা মানিক সরকার বলেন, নয়াবাজারের দই রাজ্যজুড়ে নামডাক রয়েছে, সাধ্যের মধ্যে এত সস্তায় এইরকম ভাল দই পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পাওযা যাবেনা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩মে মঙ্গলবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৪এড্রিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন। শুভ

বৃষভ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।

মিথুন রাশিঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আজ আর্থিক ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে

কর্কট রাশিঃআজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই

সিংহ রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে।শুভদিন

কন্যা রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায় হয়।

তুলা রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে

বৃশ্চিক রাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।অর্থ ব্যয় হয়।

ধনু রাশিঃআপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিযন্ত্রণ করতে পারেন। সংসারে শান্তি।

মকর রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে ।

কুম্ভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। সংসারে শান্তি হবেই।

মীন রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে, তবে তাদের সহায়তা করা আপনার

বিজয়কৃষ্ণের ছেলেকে বিধানসভায় চাকরি দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ কালিয়াগঞ্জে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের স্ত্রী গৌরী বর্মন, ময়নায় নিহত বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়ার ছেলে প্রসেনজিৎ ভুঁইয়াকে চাকরি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চাকরি দিলেন তিনি। আগামী এক বছর বিরোধী দলনেতার অফিসে কাজ করবেন তাঁরা। অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে কাজে যোগ দিলেন দু'জনই। সোমবারই বিধানসভায় আসেন গৌরীদেবী ও প্রসেনজিৎ। শুভেন্দুর বক্তব্য, এটা রাজ্য সরকারের করা উচিত ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেনি। তাই আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হল। বিরোধী দলনেতা হিসাবে বছরে তিনজন করে গ্রুপ ডি অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করার সুযোগ থাকে বিরোধী দলনেতার। সেই পদেই নিয়োগ করা হল এই দু'জনকে। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''আমি তো কালিয়াগঞ্জে গিয়ে দেখে এলাম বহাল তবিয়তে মোয়াজ্জেম ডিউটি করছে। ন্যূনতম শাস্তিও দেয়নি এই পুলিশ অফিসারকে। বরং নিহতের পরিবারের প্রতি যে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল, রাগ থেকে তা করেনি।

আসলে রাজবংশীরা ভোট দেয়নি। তাই ওদের চাকরিও দেয়নি।'' নিয়ম রয়েছে, বছরে তিনজন করে অ্যাটেনডেন্ট রাখতে পারেন মন্ত্রীর সম পদমর্যাদার কেউ। বিরোধী দলনেতা মন্ত্রীর সমতুল্য। পদাধিকারে তিনি কাউকে অ্যাটেনডেন্ট হিসাবে রাখতেই পারেন। মূলত যাঁদের তিনি নিয়োগ করলেন, তাঁরা এক বছর প্রবিশন পিরিয়ডে থাকবে। এরপর বিরোধী দলনেতার অফিস থেকে সরকারের কাছে তাঁদের স্থায়ীকরণের জন্য আবেদন করা যায়। এক বছরের মধ্যে যদি কর্মজীবনে ছেদ না পড়ে তাহলে এ আবেদন পাঠানো যায়। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে বিজেপির গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য বিষ্ণু বর্মনের খুড়তুতো ভাই মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। মৃতের পরিবার অভিযোগ তোলে, কালিয়াগঞ্জ থানার এএসআই মোয়াজ্জেম হোসেনের চালানো গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের। এ নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। এদিন সেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী চাকরি পেলেন। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে। তাঁর ছেলেও চাকরি পেলেন এদিন।

মদনে বিরক্ত বিমান!

'মিডিয়ার কাছে তো বিধায়ক পদ ছাড়বেন না, আমার কাছেই আসতে হবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২মেঃ সামান্য একটা বিধায়ক পদ। তা তিনি যখন-তখন ছেড়ে দিতে পারেন বলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সোমবার সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের মদনের সমস্ত কথাকে ব্যক্তিগত মত বলে অভিহিত করেছেন স্পিকার। বিমানবাবুর কথায়, ''বিধায়ক পদ ছাড়তে গেলে তো আমার কাছে আসতে হবে। মিডিয়ার কাছে তো আর বিধায়ক পদ ছাড়বেন না। সংবাদমাধ্যম উল্লসিত হতে পারে

ওঁর কথা শুনে। কিন্তু বিধায়ক পদ ছাড়তে গেলে কী রীতিনীতি আছে তা মদন মিত্র ভাল জানেন।'' এসএসকেএমে রোগী ভর্তি নিয়ে শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দিনভর মদন নিয়ে আন্দোলিত ছিল তৃণমূল ও প্রশাসন। নিজাম প্যালেসে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সেই সময়েও মদনের সাংবাদিক বৈঠক বাংলার রাজনীতিতে অন্য মাত্রা যোগ করে দিয়েছিল।শনিবার দুপুরে সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই মদন কার্যত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''দরকারে বিধায়ক পদ ছেড়ে দেব। কিন্তু এক মাসের মধ্যে ভোট করাবেন। আমি সোনালি গুহ নই, শুভেন্দু অধিকারী নই, দীনেশ ত্রিবেদী নই, মুকুল রায় নই, আমি মদন মিত্র।'' তবে শনিবার দুপুরে মদনের মেজাজ যতটা সপ্তমে ছিল সন্ধে নামার পর সেই পারদও কিছুটা নেমে যায়। কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠকের পর এসএসকেএম সম্পর্কে তাঁর অবস্থানে অনড় থাকলেও দল, ইত্যাদি নিয়ে স্বর কিছুটা নরম করেন। তবে সেসব কথা নিয়ে এদিন স্পিকার বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, মিডিয়ার সামনে ওসব বলে কিছু হয় না। বিধায়ক পদ ছাড়তে গেলে বিধানসভার অধ্যক্ষের ঘরেই আসতে হবে।

ছাই ঘেঁটে পরিচয় খোঁজার চেষ্টা

হৃদয়পুরের ভয়ঙ্কর সেই ছবি চোখ ভেজানোর মতো

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ মেঃ আগুনে কেড়ে নিল পরিচয়। হৃদয়পুর রেল স্টেশন সংলগ্ন বস্তিতে রাতে ঘটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আগুন নিভে গেলেও, রেশ কাটেনি। ধ্বংসস্তূপ থেকেই নিজেদের শেষ সম্বলটুকু খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। টাকা পয়সা জিনিসপত্রের পাশাপাশি আগুন গ্রাস করে নিয়েছে তাদের পরিচয়টিও। আধার কার্ড ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় নথিপত্র সমস্ত কিছুই পুড়ে গিয়েছে। শেষ সম্বল টুকুর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মহিলারা। কষ্ট করে তৈরি করা মাথার ছাদ টুকুও আজ কেড়ে নিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। এখন কি হবে উপায় বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। চোখের জল

মুছতে মুছতেই কৌশল্যা দাস, কাঞ্চনা বিশ্বাসরা জানালেন, রেললাইন পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন লাগার কারণে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই চোখের সামনে ছোট্ট আগুন ভয়ংকর রূপ নেয়। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে নামলেও, আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে কোনভাবেই তাকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছিল না। দ্রুত আশপাশের অন্য বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছিল আগুন। পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তার মধ্যে থেকেও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির অনেকেই। কিন্তু অবশিষ্ট কিছুই মেলেনি। জানা গিয়েছে, ওই বস্তিতে প্রথমে একটি ঘরে একজন মোমবাতি জ্বালিয়ে শুয়েছিল, সেই মোমবাতির আগুন থেকেই প্রথমে আগুন লাগে। তারপরই দ্রুত আশেপাশের সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘরগুলির মধ্যে থাকা একের পর এক সিলিন্ডারও ব্লাস্ট করতে শুরু করে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারাই। রাত হওয়ায় ঘরের মধ্যেই ছিলেন বেশিরভাগ মানুষ। আগুন লাগার ঘটনা চোখে পড়তেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়, ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সকলে। ফলে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মিলেছে বলেও মনে করা হচ্ছে। আলো ফুটতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ভিজে চোখেই ছাই ঘেঁটে যদি কিছু অবশিষ্ট মেলে তার সন্ধান চালাচ্ছেন সকলে। হারিয়ে গিয়েছে ছাদ, এমনকি আগুন কেড়ে নিয়েছে পরিচয়টুকুও।

বিস্ফোরণের পর রাতভর পুলিশি তৎপরতা বজবজের চিংড়িপোতা গ্রামে

ভোরে সংবাদমাধ্যমের গাড়ি ঢুকতে বাধা

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ২২ মেঃ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বজবজের চিংড়িপোতা গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যায় সেখানকার একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে ঝলতে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। এক জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই বিস্ফোরণের ঘটনার পরই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছে ওই গ্রামে। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর বাজি ও বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার করেছে। বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুরুষরা এলাকা ছাড়া। এলাকার দেখানোর জন্যই পুলিশ অতিসক্রিয়। গোটা ঘটনা ভুল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সে জন্য সোমবার সকাল থেকেই গ্রামে ঢোকার রাস্তা অবরোধ করেছেন গ্রামবাসীরা। সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ঢোকার রাস্তা থেকে সংবাদমাধ্যমের গাড়িও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় বেআইনি বাজির কারখানায় বিস্ফোরণের পর থেকেই থমথমে বজবজের চিংড়িপোতা গ্রাম। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাজি বাজেয়াপ্ত করার অভিযান চলছে। তুবড়ি, চকলেট, চরকা, লাইসেন্স নেই। পুলিশ এ সব জানে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বজবজের চিংড়িপোতা নন্দরামপুর যে গ্রামে ঘনটাটি ঘটেছে সেই গ্রামে ঢোকার রাস্তা সকাল থেকেই আটকে রেখেছেন এলাকার মানুষজন। তাদের দাবি, বাজি তৈরি এই এলাকার মানুষের রোজগারের মূল উৎস। গতকালের ঘটনার পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন রকম ভাবে খবর দেখানো হয়েছে। এই গ্রাম এবং গ্রামবাসীদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর তার ফলেই রাতভর অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে পুলিশ। গোটা গ্রামজুড়ে তল্লাশি অভিযান হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বাজি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বেশ

মহিলাদের বক্তব্য, ওই গ্রামে কমবেশি অধিকাংশ বাড়িতেই বাজি তৈরি করা হয়। অধিকাংশ জনেরই লাইসেন্স নেই। পুলিশ সব জানে বলেও দাবি ওই গ্রামের মহিলাদের। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, সংবাদমাধ্যমে বিস্ফোরণের ঘটনা রকেট, সেল, তারাবাতি, রংমশাল সহ প্রচুর মশলা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ৩৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রামের মহিলাদের বক্তব্য, ওই গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই বাজি তৈরি হয় এবং অধিকাংশ জনেরই কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকার পুরুষরা বাড়ি ছাড়া। তাদের মতে, এ সবের দায় সংবাদমাধ্যমের। তাঁদের বক্তব্য, মিডিয়ার জন্যই সব হয়েছে, খবর না দেখালে এত কিছু হতো না। তাই সংবাদমাধ্যমের গাড়ি গ্রামে ঢোকায় গণ নো এন্ট্রি।

মঙ্গলবার থেকে বড় পরিবর্তন রাজ্যের আবহাওয়ায়, জারি হল কমলা সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ কখনও মেঘলা আকাশ। কখনও আবার মেঘের ঝলকানি। কখনও জোরে বাতাস। কখনও বা দু'এক

পশলা বৃষ্টি। চলতি সপ্তাহে এমনই আবহাওয়া দেখেছে বঙ্গবাসী। তবে এত কিছুর পরও গরমের দাপট কিন্তু কমেনি। সকাল বেলায় বেরোলেই হাপিত্যেস করতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। এর মধ্যে স্বস্তির বার্তা। আগামিকাল থেকে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যজুড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে। মঙ্গলবার ও বুধবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে জারি থাকবে কমলা সতর্কবার্তা। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামিকাল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বইতে পারে ৫০-৬০ কিমি ঘণ্টা গতিবেগে ঝড়। বজ্রপাত নিয়েও বিশেষ সতর্কতা আবহাওয়া দফতরের। তবে চাষির বিপদ বাড়তে পারে হতে পারে শিলাবৃষ্টিতে। সব জেলাতেই শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। অপরদিক, উত্তরবঙ্গে এক থেকে দু'টি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। আগামিকাল থেকে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত তাপপ্রবাহের কোনও সতর্কতা থাকছে না। প্রসঙ্গত, এর আগে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তাও জারি করেছিল। আগামী দু'দিন গরম বাড়তে পারে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন এই কষ্টে ভুগতে হবে না।

রাজা রাম মোহন রায়-এর ২৫১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজা রাম মোহন রায়-এর মূর্তি-তে মাল্যদান করছেন বোরো ৭ এর চেয়ারপারর্সন কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে। সোমবার কলকাতায়।

বারণ না শুনে পুকুরের স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই শিশু, শোকের ছায়া শ্যামনগরে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ মেঃ পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। জগদ্দলের মিলন নগরের একটি পুকুরে সোমবার দুপুরে স্নান করতে নেমে পীযূষ কুণ্ডু (৬) ও বিনায়ক সিং (৭) নামে এই দুই শিশু তলিয়ে যায়। সেই সময় পুকুরঘাটে উপস্থিত বাকিদের নজরে পড়লে তারাই কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ওই দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের বাঁচানো সম্ভব তারা কথা শোনেনি। এদিনের দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসীর দাবি, তাঁদের কথা শুনলে আজকের এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটত না। এদিকে পুকুরে তলিয়ে যাওয়ার পর ঘাটে উপস্থিত এক যুবকের তৎপরতাতেই দ্রুততার সঙ্গে পীযূষ ও বিনায়ক নামে ওই দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর দ্রুত তাদেরকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা

হয়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, জগদ্দলের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিলন নগরের একটি পুকুরে পাশের পাড়া থেকে প্রতিদিন দুপুরে বেশ কিছু যুবক স্নান করতে আসত। তাদের সঙ্গেই আসত এই দুই শিশু। কিন্তু অতটুকু বাচ্চাদের পুকুরে নেমে স্নান করায় বিপদ ঘটতে পারে আশঙ্কা করে স্থানীয়রা বেশ কয়েকবার তাদের পুকুরে নামতে মানা করেছিল। কিন্তু করেন। এরপরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই পুকুরে আরও কিছু শিশু স্নান করতে নেমেছিল। তাদের মধ্যে থেকে কেউ তলিয়ে গিয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ওই পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শ্যামনগরে।

৬ বছরের শিশুর ফুসফুস থেকে প্লাস্টিকের টুকরো বের করল এসএসকেএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ রেফার নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল ছ'বছরের শিশুর চিকিৎসা পদ্ধতি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে খেলতে খেলতে প্লাস্টিকের সামগ্রী গিলে ফেলে মালদহের

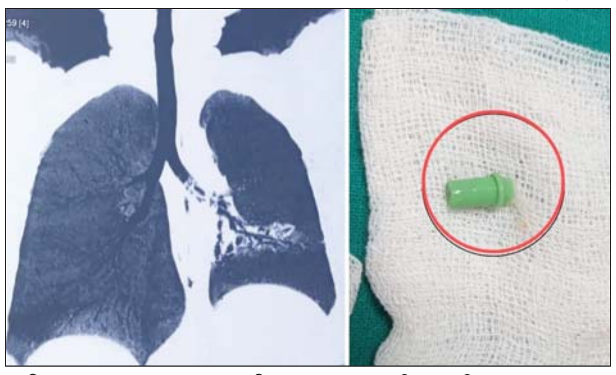

কালিয়াচকের ৬ বছরের শিশু মহম্মদ হামিম আনসারি। তাকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় তার বাবা। চিকিৎসকেরা জানান শিশুর বুকে জল জমেছে। তবে সেই জল বের করা সম্ভব হয়নি। জল জমে নাকি পাথর হয়ে গিয়েছে, জানান ডাক্তাররা। এই চিকিৎসা মালদহ মেডিক্যাল কলেজে সম্ভব নয়। মালদহ থেকে শিশুকে এনআরএসে ভর্তি করেন শিশুর বাবা। গত ২৬ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন এনআরএসে চিকিৎসাধীন ছিল শিশু। পরিবারের দাবি, দু'বার ব্রঙ্কোস্কোপি করানোর পর শিশু যে প্লাস্টিকের সামগ্রী গিলে ফেলেছে তা ধরা পড়লেও চিকিৎসা হয়নি। ১৮ দিন ধরে চিকিৎসা না হওয়ায় ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে যান বাবা। বাড়ি ফিরে সন্তানের অসুস্থতা বাড়ছে দেখে আবার কলকাতামুখী হন বাবা। তবে এবার আর এনআরএস নয়। শনিবার এসএসকেএমের ইএনটি বিভাগে ছেলেকে দেখান। সোমবার শিশুর অস্ত্রোপচার হয়ে যায়। এখন স্থিতিশীল সে। প্রশ্ন উঠছে, সরকারি পরিকাঠামোর উন্নতির দাবি সত্যি হলে ছ'বছরের শিশুর চিকিৎসা তৎপরতার সঙ্গে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএসে সম্ভব হল না কেন? কেন এভাবে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে হল বাবাকে? বাবা মহম্মদ হামিদুল হক বলেন, ''এসএসকেএমে খুব ভাল পরিষেবা পেয়েছি। শনিবার এসেছিলাম। সোমবারের মধ্যে অপারেশন করে প্লাস্টিকের জিনিসটা বের করে দিলেন ডাক্তাররা। এমনকী এসএসকেএমে দু'বার ব্রঙ্কোস্কপিও হয়েছে। এখনও ডাক্তারবাবুরা পাথর জমার কথাও কিছুই বলেননি।'' অন্যদিকে হামিদুল বলেন, ''এনআরএসেও ব্রঙ্কোস্কপি হয়েছে। একটা রিংয়ের মতো কিছু আটকে আছে বলেছেন চিকিৎসকরা।'' তবে তার চিকিৎসা এখানে সম্ভব হবে না বলেও জানান। এসএসকেএমের স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার মৈনাক মৈত্র বলেন, ''পেশেন্ট যখন প্রথম আমাদের কাছে আসে বলা হয় দেড় মাস ধরে ওর সর্দিকাশি কমছে না। পেশেন্টের থোরাক্সের সিটি স্ক্যান করাই। তাতে দেখি বাঁ দিকে ফুসফুসের কিছুটা অংশ কোলাপ্স হয়। আমাদের সন্দেহ হয়, কোনও ফরেন বডি সেখানে আছে। এরপর ভর্তি করি ব্রঙ্কোস্কপি করার জন্য। তাতেই দেখা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের রাবারের ফরেন বডি। সেটা বের করা হয়েছে। এখন ও স্থিতিশীল।''

বিজ্ঞান চর্চা প্রসারে এশিয়াটিক সোসাইটি'র 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স' ওয়ার্কসপ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়েছিল ইংরেজদের আগমনের সময় থেকেই। তখন ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবকে সফল করে তুলতে ইংরেজরা কাচা মাল সংগ্রহ করতে বিশ্ব জয় করতে বের হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানকার কাচা মাল সংগ্রহ করে বিলাতে পাঠানোই ছিল ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য। আর এই কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ভারতে এসে উপস্থিত হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতের এসে পড়তে শুরু করে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি ভারতে শুরু হল আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা। তার ফলে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়ে। ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান লাভ করে ইউরোপীয় সাহিত্যের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত শুরু হয়। বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার লাভ করলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার চালু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ভগিনী নিবেদিতা থেকে শুরু করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বোস সহ আরও অনেকে। সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ও ভারতে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে প্রকাশিত হল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। অক্ষয় কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদকেব দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এক সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর লেখিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা খুবই প্রয়োজন সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তৎকালীন সমাজ সংস্কারকরা। তাঁরা সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চার

প্রসারের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ফলে সেই সময়ে আমরা দেখতে পেলাম বহু বাংলায় বিজ্ঞান পত্রপত্রিকার প্রকাশ । বাংলায় 'দিগদর্শন', বিজ্ঞানসেবধি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সত্যর্ণব', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'বিদ্যাহারাবলি', 'গণিতাঙ্ক', পদার্থ বিদ্যাসার', ভূগোল 'বৃত্তান্ত', 'ক্ষেত্রবাগান', 'কিমিয়া বিদ্যার সার' 'বোধোদয়', 'চারুপাঠ', 'কৃষি দর্পণ' পত্রপত্রিকা প্রকাশ। বাংলার বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সমাজ সংস্কারকরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার দ্বারকে উন্মুক্ত না করে দিতে পারলে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা একেবারে অসম্ভব হবে। সেই কারণে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন তাঁরা। বর্তমান কালে যখন আবার বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক সেই সময়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজন করলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, বিচার বিশ্লেষন এর পাঁচ দিনের একটি উল্লেখযোগ্য ওয়ার্কসপ। এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হলে এই ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১৫ মে থেকে ১৯ মে, ২০২৩ পর্যন্ত। বাংলাকে সাহিত্য চর্চার আখড়া বলা যেতে পারে। বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য চর্চা বাংলায় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চায় বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবারে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের লক্ষ্যেই এই ওয়ার্কসপের আয়োজন। কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্যার উইলিয়াম জোন্স এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৮৪ সালে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর স্বপন কুমার প্রামানিক। সাধারণ সম্পাদক ডক্টর সত্যব্রত চক্রবর্তী। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স' এর পাঁচদিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ওয়ার্কসপে স্বাগত ভাষণ দেন এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন সংস্থার সভাপতি ড. স্বপন কুমার প্রামানিক। এই ওয়ার্কসপের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। সায়েন্স ওয়ার্কসপে অধ্যাপক দীপক কুমারের একটি বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশ লাভ করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাঁচদিনের ওয়ার্কসপে বক্তব্য রেখেছিলেন বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অত্রি মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক কুমার, বিমান নাথ, অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, রঞ্জনা রায়, বাসুদেব বর্মন, পার্থ প্রতীম বিশ্বাস, ডাক্তার শঙ্কর নাথ, দেব শঙ্কর রায়, অশোক কান্তি সান্যাল, ধ্রুব রায়না, বাপি গোস্বামী, অশীষ লাহিড়ী, চিত্রা মণ্ডল, দীনেশ অ্যাব্রোল, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, এসপি গণ চৌধুরী, ভার্গভ ভট্টাচার্য, অমিত ঘোষ, অরুণাভ মিশ্র এবং নীলাঞ্জন সান্যাল। ভেলেডিক্টরি ভাষণ দেন ডক্টর হেমন্ত মজুমদার। সভাপতি ভাষণ দেন স্বপন কুমার প্রামানিক। ওয়ার্কসপের শেষে রীতি অনুসারে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৭২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩০

ভারত মার্কিন জোট প্রস্তুত

সম্পাদকীয়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসন্ন ভারত মার্কিন জোট করতে বদ্ধপরিকর। তবে সেখানে মার্কিন ব্যবসার অধিকার স্থাপন করা হবে। সামকিত প্রযুক্তি দেওয়ার কথা থাকবে। যে আমেরিকা একটি সময়ে ভারত বিরোধী ছিল সেই আমেরিকা এখন ভারত ছাড়া কোনও কথা বলতে পারছে না। এমনকী আফগানিস্তানের তালিবান শাসন নিয়ে ভারতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে আমেরিকাকে। ভারত এখন আমেরিকার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এতদিন ধরে আমেরিকার বসবাসকারী ভারতীয়রা বংশোদ্ভূতরা চুপ করে বসে থাকতো। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়রা কীভাবে জীবন যাপন করে তার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সত্য কথা আজকে মার্কিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভারতীয়রা এগিয়ে আসতে শুরু করেছে নতুন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। সেই কারণে অতীতে যে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের তিক্ততা ছিল আজকে তা নেই। ফলে এখন হোয়াইট হাউস আর নয়াদিল্লির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে না। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে থাকবে এবং আলাপ আলোচনা মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে। চিনকে আমেরিকার এখন সমঝে চলার চেষ্টা করছে। চিন যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে সেটা কিন্তু আমেরিকার মতে ভারতের মতো দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। চিনের সেনা বাহিনী শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে চিন এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছে। যদিও আগামি দিনে আমেরিকার বিজ্ঞান এগিয়ে রয়েছে। তবে আমেরিকার আধিপত্য কমাতে চেষ্টা করছে রাশিয়া এবং চিন। চিনকে জব্দ করতে ভারতকে পাশে চা, আমেরিকার। ভারত আমেরিকার পাশে থাকলে তাইওয়ানকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। চিনের আগ্রাসন নীতিকে দম ন করাই হচ্ছে ভারতের মূল লক্ষ্য। চিন যেভাবে কাশ্মীর, লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে তাতে ভারতের বিদেশ নীতি বেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। চিন যদি শক্তিশালী হয়ে উঠে তাহলে যে কোনও সময়ে অরুণাচল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি ভারতের স্থান দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কাশ্মীরে চিনের উপস্থিতি ভারত ভালো চোখে দেখেনি। ভারতের পক্ষ থেকে চিনকে কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে যেতে বলা হয়ে ছিল। কাশ্মীর ভারতের অংশ সেটা বারবার করে চিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ভারত। কিন্তু তবুও চিন কিন্তু কাশ্মীরের একটি অংশে আর্থিক করিডর তৈরি করে সেখান চিনা সেনার প্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে। চিনকে এব্যাপারে জানানো হলেও চিন তা শুনতে একবারে রাজি না। চিন আর্থিক করিডরে বেশি করে সেনা প্রবেশ এবং সেখানে পণ্য কেনাবেচার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীর এখন ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। ফলে কাশ্মীর ত্যাগ করে চিন এবং পাকিস্তানকে চলে যেতে হবে। এটা আজকে হোক বা কালকে হোক। এই দাবি করে বসে রয়েছে ভারত সরকার। ফলে চিন খানিকটা চাপের মধ্যে রয়েছে। চিন কিন্তু পরিস্কার করে বলতে পারছে না যে কাশ্মীর তাদের অংশ। আগামি দিনে রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর নিয়ে কথা উঠলে চিনকে কাশ্মীর দখলদারি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আমেরিকার আগ্রহ

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভারতের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-২০ মহা সম্মেলন। আগামি দিনে ভারতেএসে উপস্থিত হচ্ছেন বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা। সেখানে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ অতি অবশ্য ডঠবে। প্রেসিন্ডেট জেলেনস্কি বলেছেন, ভারত যেন সব রাষ্ট্রকে যুদ্ধ থামানোর বার্তা যেন দেয়। তাহলে সব রাষ্ট্র নেতারা ভারতের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাববে। এদিকে ভারত থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠলে অন্যান্য সমস্যার কথা যাতে সম্মেলনে যাতে বাদ না পরে এবং তা আলোচনায় গুরুত্ব পায়। সন্ত্রাসবাদকে খতম করার দিকে ভারত এখন নজর দিতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এবং ভারতের নিরাপত্তা ও দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিক উন্নতির প্রসঙ্গ উঠতে পারে। ভারত এই সম্মেলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। তবে এদিকে জি-২০ সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাকিস্তান। যদি তাদের আর্থিক অবস্থা এবং অভ্যন্তরীন রাজনীতি একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে শুরু করেছে। এদিকে জাপান খুবই আশাবাদী যে জি-২০ সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ এবং আবহাওয়া নিয়ে আলোচনাা হবে। দূষণ মাত্রা কামানোর ব্যাপারে কথা হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তা কমিয়ে ফেলার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। চিন এবারে তাইওয়ানকে ঘিরে যে রকম ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করেছে তাতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশ খানিকটা দূষিত হয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। চিনের আগ্রাসন নীতি কোনও স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাটা খুবই কঠিন সেই নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে দেশের শীর্ষ নেতারা। এদিকে চিন বলেছে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার দ্রুত মিটিয়ে ফেলা হবে। চিন কোনও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে চায় না। চিন তার নায্য পাওনাটা বুঝে নিতে প্রস্তুত। চিন এখন ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করেছে। ভারত থেকে যদিও বলা হচ্ছে এই যুগটা যুদ্ধ করার যুগ নয়। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফর কালে বলেছেন যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করাটা উচিত নয়। রাশিয়া ।ততে কর্ণপাত করেনি। রাশিযা যুদ্ধ চালিয়ে যাও.ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তা কোনও সময়ে বর্জন করবে না। যুদ্ধ বিরতি রাাশিয়াও করছে না। এদিকে ইউক্রেনও রাশিয়ার কাছে আত্মসমপর্ণ করবে না। আর রাশিয়া যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। ফলে যুদ্ধ অনির্ধিষ্ট কালের জন্য এগিয়ে চলতে থাকবে। আর সমস্ত বিশ্ব তার কুফল ভোগ করবে। আমেরিকার তৈরি নেটো বাহিনী যে ইউক্রেনকে রসদ জোগান দিচ্ছে তাকে সমর্থন করেছেন বাইডেন। তিনি বলেছেন, ইউক্রেন সেনারা একেবারে নিরস্ত্র নয়। তারা যাতে শক্তিশালী হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করা হচ্ছে। রাশিয়ার দাদাগিরি একেবারে বন্ধ করে দেবে আমেরিকা। স্বাধীন দেশ ইউক্রেন। তারা নেটোতে থাকবে কিনা থাকবে সেটা তাদের ওপরে নির্ভর করে। সেখানে রাশিয়া কোনও রকমভাবে দাদাগিরি করতে পারে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

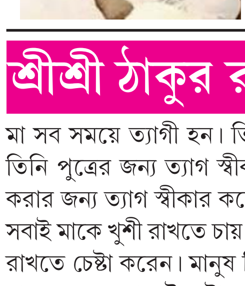

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরুপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্বিকতা

মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। আসলে মাকে কেউ হারাতে চায় না। সবাই মাকে খুশী রাখতে চায়। মা ঠিক তেমনি তাঁর সন্তানদের খুশি করে রাখতে চেষ্টা করেন। মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বরাবরই চেষ্টা করেছেন বিশ্ব সংসারে মানব সেবাকে প্রাধান্য দিতে। তিনি ডাক দিলেন, মানষুকে সেবা করতে হবে। অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। শক্তি দিতে হবে শক্তিহীন ব্যক্তিদের। মাথা সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর জন্য শক্তি দিতে হবে।

সেনবাহিনী শাসিত পাকিস্তান দেউলিয়ার পথে

শ্যামল সান্যাল

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,বাংলাদেশ১৯ মে ২০২৩ সেনাবাহিনী শাসিত পাকিস্তানের বর্তমানে দেউলিয়া হওয়ার পথে।ভয়াবহ অকার ধারণ করেছে দেশটির আপাদমস্তক চীনের ফাদে পড়ে ঋণে ডুবে রয়েছে। কিন্তু চীনারাও নিরাপদে নেই সেখানে। তাই সেদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম ডন প্রশ্ন করেছে, ‘যদি চীনারাও নিরাপদে না থাকে তাহলে কে থাকবে নিরাপদে?’পাকিস্তানের বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও লেখক পারভেজ হুদভয় ডনে লিখেছেন, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসিসহ একাধিক জাতীয় স্বার্থের কারণেই চীনারা বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত এবং সুরক্ষিত এখানে। একাধিক স্তরের পুলিশ এবং বিশেষভাবে তৈরি সেনা ইউনিট তাদের নিরাপত্তায় নিযুক্ত রয়েছে। তাদেরকে ইসলামাবাদ, করাচি বা বেলুচিস্তানে সাধারণ মানুষদের থেকে দূরে রাখা হয়। কিন্তু তারপরও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়ে দিচ্ছে, চীনের নাগরিকেরাও ধর্মীয় উন্মাদদের হাত থেকে মোটেই সুরক্ষিত নন পাকিস্তানে।জনৈক শ্রমিককে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দাসু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ স্থানীযদের কাছে এটা ছিল ধর্ম অবমাননার সমতুল্য অপরাধ। তবে দাসুর ম্যানেজার ছিলেন ভাগ্যবান। হেলিকপ্টারে করে তাকে অ্যাবোটাবাদের লকআপে নিয়ে যাওয়া. সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শিয়ালকোটের একটি কারখানার ম্যানেজার শ্রীলঙ্কার প্রিয়ন্তা কুমারাকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে হত্যা করে তার মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডনের প্রতিবেদনেই স্বীকার করা হয়েছে, আফগানিস্তানকে বাদ দিলে, এই ধরনের মধ্যযুগীয় নৃশংসতা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে হয় না। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এ ধরনের উগ্র মানসিকতা পাকিস্তানকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে ডন। প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সামান্য উস্কানিতে যে দেশ আগুনে ফেটে যেতে প্রস্তুত, সেখানে কেই বা বেড়াতে আসবে? অথচ, অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব পর্যটককেই সাদরে স্বাগত জানানো হয়। মরক্কো ও মিশর ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া, ইসরায়েলসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। আবার ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য খুবই জনপ্রিয় গন্তব্য। আনুষ্ঠানিকভাবে শরিয়া আইনের অধীনে থেকেও সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্বের সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য দুবাইয়ের বিস্ময় উপভোগ করার দরজা খুলে দিয়েছে। তাই সেখানকার পর্যটনশিল্প আজ এতো বিকশিত। পাকিস্তানে একেবারে উল্টো ছবি। ডনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের রাস্তায় খুব কমই সাদা চামড়ার সাহেব, চিনা বা আফ্রিকানদের দেখা যায়। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার শূন্যের কাছাকাছি। প্রচুর অর্থ খরচ করে নির্মিত পাকিস্তানের প্রধান বিমানবন্দরটিও যাত্রীর অভাবে ধুঁকছে। পাকিস্তানি শ্রমিক বা প্রবাসীদের নিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমানে প্রতিদিন চলাচল করে।পাকিস্তানকে একটি বিপজ্জনক স্থান হিসাবে ধরে নিয়ে সম্প্রতি সুইডেন তাদের দূতাবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, এই দূতাবাসের কাছেই অবস্থিত ডেনমার্কের দূতাবাসে ২০০৮ সালে গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। ডনের অনুমান, আরও দুটি ইউরোপীয় দূতাবাসও তাদের কার্যক্রম সীমিত করেছে। নিরাপত্তার কারণে স্বাভাবিক সময়েও, ইসলামাবাদের কূটনীতিকরা মূলত রেড জোনের মধ্যেই থাকেন। ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘‘আমরা অন্যান্য দিক থেকেও ব্যতিক্রমী। পাছে

স্মৃতি বিবর্ণ হয়ে যায়, আসুন স্মরণ করি যে ওসামা বিন লাদেন শুধু পাকিস্তানে আশ্রয় পাননি, তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়ও ছিলেন। ২০০৬ সালের পিউ গ্লোবাল সমীক্ষা অনুসারে, ২০০৩ সালে পাকিস্তানিদের ৪৫ শতাংশ মানুষ বিন লাদেনকে বিশ্বনেতা হিসাবে চেয়েছিলেন এবং ২০০৫ সালে সেটি বেড়ে ৫১ শতাংশ হয়। কিন্তু মরক্কো, তুরস্ক ও লেবাননে লাদেনের জনপ্রিয়তা কমেছে’’। পাকিস্তান কেন অন্যান্য মুসলিম দেশ? এই লক্ষ্যে পারভেজ ডনের পাতায় তিনটি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, তার মতে, যারাই পাকিস্তান চালায় তারাই ধরে নেয়, শুধুমাত্র ধর্মই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করতে পারে। তাই শাসকের নিজের ইচ্ছাপূরণে শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বত্রই চলছে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে অযৌক্তিক কার্যকলাপ। ১৯৭১ সালের দেশভাগ থেকেও পাকিস্তান শিক্ষা নেয়নি বলে প্রতিবেদনটিতে মন্তব্য করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াউল হক বলেছিলেন, ইসরায়েল থেকে ইহুদি ধর্মকে বের করে দাও, এটি তাসের ঘরের মতো পড়ে যাবে। পাকিস্তানে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করলেও একই অবস্থা হবে।’ডনের মতে, তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইন্দোনেশিয়া বা মরক্কোর মতো মুসলিম দেশ ধর্ম নিয়ে এতটা আতঙ্কিত নয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে গঠিত জাতিরাষ্ট্র হওয়ার কারণে তারা ইসলামের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের অস্তিত্বের উদ্বেগ নেই। তাদের জাতীয় আখ্যানগুলিও বিচ্ছিন্নতা এবং ধ্বংসের সর্বনাশ দৃশ্য থেকে মুক্ত।দ্বিতীযত, ১৯৮০-এর দশক থেকে, পাকিস্তানের জেনারেল এবং ধর্মগুরুরা কাশ্মির জিহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের তথাকথিত সামরিক-মোল্লা জোট (এমএমএ) মাদ্রাসার নামে জিহাদের কারখানা তৈরি করে চলছে বলেও পত্রিকাটিতে অভিযোগ করে বলা হয়, এগুলো শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। শত শত মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে ২০০৭ সালের লাল মসজিদ বিদ্রোহ ইসলামাবাদকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এটা দেখিয়েছিল, একসময় লালনপালন করা শক্তিগুলোকেই মোকাবিলা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কত কঠিন হয়ে পড়ে। তবু শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। রাজধানী ইসলামাবাদেই পুলিশের চোখের সামনে গজিয়ে উঠছে দখলকৃত জমিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা। দেশটির রাজধানীতে গড়ে তিনটি মাদ্রাসার মধ্যে দুইটিই দখলের জমিতে। এই নৈরাজ্যের সামনে পৌর কর্তৃপক্ষও অসহায়। মসজিদের ইচ্ছাতেই চলে ইসলামাবাদ। একক জাতীয় পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের বদলে নিয়মিত স্কুলগুলোকেই মাদ্রাসায় পরিণত করা হচ্ছে। সৌদি আরব, মিশর, ইরান বা অন্য কোথাও এমনটা হয় না। সেখানে রাষ্ট্রই ঠিক করে মসজিদগুলো তৈরির জায়গা। এমনকি নকশা এবং স্থাপত্যও নির্দিষ্ট করা থাকে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, শুক্রবারের খুতবার সময় কী বলা যায় বা কী বলা যায় না, তাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। ঘৃণামূলক বক্তব্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না সেখানে। তাই সেখানে কোনও গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা নেই বলে মনে করে পাকিস্তানেরই গণমাধ্যম। ডনের মতে, একটি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রের বিশুদ্ধতাবাদী কল্পনা (বিশেষ করে জিয়াউল হকের নিজাম-ইমুস্তফা বা ইমরান খানের রিয়াসাত-ই-মদিনা) পাকিস্তানে অনেকটাই জীবন্ত। পাকিস্তান গভীরভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বিশাল শ্রেণি বৈষম্যে জর্জরিত। বিপরীতে সৌদি আরব, মিশর, মরক্কো বা তুরস্কের মতো দেশগুলো হাঁটছে ঠিক উল্টো পথে। যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের মতো কট্টর দেশকে একটি উন্মুক্ত সমাজে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে চলেছেন। ডনের মতে, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য পাকিস্তানকে আগে একটি স্বাভাবিক দেশে পরিণত হতে হবে। এর অর্থ, বৈচিত্র্যময় জনগণকে অবশ্যই সম্মতিক্রমে এবং পরস্পর নির্ভরতার মাধ্যমে একত্রিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মীয় উন্মাদনা বা বিদ্যালয়ের বিষাক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছে ডনে। প্রতিবেদক পারভেজের মতে, ধর্মীয় উন্মাদনা ও সহিংসতার কারণে পাকিস্তানের বন্ধুরাও এখন ভয় পায় পাকিস্তানকে। আর অর্থনৈতিক দৈন্যতায় সব মুসলিম দেশের থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কার পর দেউলিয়া হবার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটির মুদ্রা পাকিস্তানে রূপির মান সম্প্রতি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রায় ২৮৫ পাকিস্তানি রূপির বিনিময়ে মিলছে ১ ডলার। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ছিনতাই, হত্যা, চুরি ডাকাতির মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ। বিষয়গুলো নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশটির পুলিশকে। পাকিস্তানে মোবাইল ছিনতাই বর্তমানে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে ইসলামাবাদ ও করাচিতে। সন্ত্রাসী হামলার ভয়ে পাকিস্তান ছেড়ে শুধু বিদেশি শিক্ষার্থীরাই পালিয়ে যায়নি, পালিয়ে গেছেন বিদেশি শিক্ষকেরাও। দেশটি জুড়ে রয়েছে গুম-খুন আতঙ্ক। দেশ ছেড়ে পালিয়ে অন্য দেশের আশ্রয় নিচ্ছে খোদ পাকিস্তানের নাগরিকেরা। যারা সুযোগ পাচ্ছে তারাই ছেড়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। দেশটিতে বেকারত্ব চরমে। তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে চরম হতাশা এ সব বিষয় নিয়ে।এত সব সমস্যার মধ্যে দেশটিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ইমরান খান। বেনজির ভুট্টোর পর প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপরীতে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন তিনি। একসময় অবশ্য এই সেনাবাহিনীর সহায়তায় নওয়াজ শরীফকে হটিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। দেশটির সেনাবাহিনী ইমরান খানের এই অবস্থান ও জনপ্রিয়তার কারণে বেশ ভীত হয়ে মন্তব্য করে বসেছে, ‘শত্রু রাষ্ট্র যেই ক্ষতিটা করতে পারেনি, তা করেছে ইমরান খান।’ কথাটি বেশ অস্পষ্টভাবে বললে এটি বোঝার অপেক্ষা রাখে না যে ইমরান খানের জনপ্রিয়তার কারণে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে দেশটির জনগণ। আর এ বিষয় নিয়েই বিচলিত পাকিস্তানে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা সেনা কর্মকর্তারা। আলোচনায় এসেছে এবং তার বিদায়ের নেপথ্য কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে দেশটির সেনাবাহিনীকে। একদিকে চরম আর্থিক সংকটের কারনে ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর জনগণের অসন্তোষ, অন্যদিকে ইমরান খানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা। পাকিস্থানের এমন নাজুক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কে বা কারা গঠন করবে পরবর্তী সরকার? কোন গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে পাকিস্থানের রাজনীতি তা আসলে একটি জটিল আকার ধারণ করছে সমীকরণ

সম্পর্ক স্থাপনেই লুকিয়ে উন্নয়নের চাবিকাঠি

তপন মাইতি

গ্রামোন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন আপামর মানুষ, আর গ্রামাঞ্চলের এই পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানোই হল গ্রামোন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁদের সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন যাতে তাঁরা নিজেরাই সেগুলো মেটাতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন এটা তার একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই মূল প্রক্রিয়ায় দিশা যারা দেখান তারা হলেন সম্পদ বা উন্নয়ন কর্মী, তারাই গ্রামোন্নয়নের আসল রূপকার বা কারিগর। এ বিশ্বে যা কিছু উদ্ভাবন সব মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, মানুষই করেছে সবটাই। সত্যজি রায়ের ভাষায় সবচেয়ে মূল্যবান ও একমাত্র সমাধানগুলো মানুষ নিজেই খুঁজে বার করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন অভিনব কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল, যা শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় কখনই সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হলে সেগুলো অধিকতর টেকসই, মজবুত ও প্রকৃত উন্নয়ন সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। কারণ স্থানীয় প্রতিনিধিরা এলাকাবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও গোষ্ঠী ভিত্তিক চিন্তাধারার সম্পর্কে সম্পৃক্ত বলে প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়ন অনেক বাস্তবসম্মত ও সহজ হয়। এমন কিছু নতুন পরিকল্পনা, নতুন নতুন পথ বার করতে পারেন যা অন্য কেউ কোনদিন ভাবেননি। স্থানীয় মানুষজন নিজ এলাকা সম্পর্কে ভালো জানেন ও বোঝেন, কাজেই তাদের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবভিত্তিক হয়ে ওঠে। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণে প্রকল্প ব্যয়ও কম হয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গ্রামোন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলে তবেই গড়ে উঠবে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা। সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দুটি দিক-প্রথমত, যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের সহায়তায় পরিকল্পনা রচনা। পরিকল্পনা কাঠামোর লক্ষ্য হবে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের জন্য যাদের রুজি রোজগার কম, যারা সারা বছর কাজ পায় না, যারা কাজের খোঁজে অন্য জায়গায় চলে যান। এই সকল পরিবার বা মানুষজন যে অবস্থায় আছেন তার থেকে উন্নত অবস্থায় যেতে পারেন, সেই সকল ভাবনা চিন্তার বাস্তবসম্মত কাঠামোগত রূপ দেওয়া যাতে তারা নিজেরাই জীবনধারণের জন্য নূন্যতম প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার

রূপায়ণ বা রূপায়ণ প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা রচনা সাধারণত পলিশিমেকার বা নীতি নির্ধারকগণ করেন যারা কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশ করে থাকেন। তার জন্য বিভিন্ন ধারা, উপধারা, নীতি প্রণয়ন, নির্দেশিকা, বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- যে প্রকল্পটির রচনা করা হলো সেই প্রকল্পের পরিকল্পনা তৃণমূল স্তরে অর্থাৎ গ্রাম বা এলাকাস্তরে রূপায়ণ। যাদের জন্য পরিকল্পনা তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একশভাগ আন্তরিক ভাবে সামিল করানো যাতে প্রক্রিয়ার সাথে নাড়ির টান থাকে, ভালোবাসা থাকে, মায়া মমতা আবেগ জড়িত থাকে, মায়ের সাথে সন্তানের মতো অভেদ্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। প্রকল্পের অর্থ খরচটাই রূপায়ণ বলে ধরে নিলে ভুল হবে। যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছালো কিনা সেটা যেমন মেপে দেখে নেওয়া দরকার তেমনি এলাকাবাসীর চিন্তা চেতনার মান কতটা বৃদ্ধি পেল সেটাও বুঝে নেওয়া অবশ্যক। যারা এই রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবেন অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মী বা সম্পদ কর্মী আর যাদের জন্য উন্নয়ন অর্থাৎ গ্রামবাসী এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা অর্জন করার বিষয়টি হলো দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান উপাদান। এই প্রক্রিয়ার মূল সেতু বন্ধন যারা করেন অর্থাৎ উন্নয়নকর্মী তাদের জনগণকে বোঝানোর জন্য, বাক্যালাপের জন্য শব্দচয়ন এই প্রক্রিয়ার একটি মুল অঙ্গ। এটি ঠিক স্কুল কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার আগে ছাত্রদের নিয়মিত হোম ওয়ার্ক করার মত বিষয়। আর এই মহতী কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল- কী বলবো! কাদের জন্য বলব! কখন বলব! কোথায় বলব! কতটা বলবো! কী কী বলবো? কী কী বলবো না! কোনটা কখনোই বলবো না! কীভাবে বলব যাতে তাদের কাছে আস্থা অর্জন করা যায়। নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে ভাষা। এই বার্তালাপ মাধ্যমেই ঘটে ভাষা রূপের পালাবদল। এই পালা বদলে ভাষা যেমন উন্নত হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটছে ভাষায় বিকৃতি, বাড়ছে সন্দেহ, অপছন্দ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ যা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। উন্নয়ন কর্মীর কাছে এটি বড় উদ্বেগের বিষয় কী বলবো আর কী বলবো না। এর জন্য ভাষা ব্যবহারের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের দায়িত্ব। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও নিয়মিত চর্চা এবং সর্বোচ্চ স্তরের প্রশিক্ষণ। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উক্তিটি বিশেষ গ্রহণযোগ্য-আমরা যা ভাবি যা করতে সক্ষম তার মধ্যে পার্থক্য বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যার সমাধানের জন্যই যথেষ্ট। আসলে কথা বলাটাও একটা শিল্প। ভাষা হল তরকারিতে লবণের মত জরুরি, সম্পর্ক স্থাপনের মূল হাতিয়ার। এটা শিখতে হয়, চর্চা করতে হয়। উচ্চশিক্ষিত হলেই তিনি ঠিকঠাক কথা বলতে পারবেন এমনটা কিন্তু নয়, তাকে রপ্ত করতে হয় অন্যের কথা শোনার অভ্যাস করতে হয়। কথা বলার সময় সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করতে হয়। এছাড়া নিজের মাতৃভাষাকে ভালোভাবে জেনে শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হয়। অন্য ভাষাতে কথা বলার আগে নিজের ভাষা সম্পর্কে জানতে হয়। যে ব্যক্তির নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকে না তিনি অন্য অনেক গুনের অধিকারী হলেও একজন প্রকৃত উন্নয়ন কর্মী হয়ে উঠতে পারেন না বা একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ হতে পারেন না।

অনন্য ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ

কৌশিক দাস ঃ রবীন্দ্রকালের অন্যতম সেরা চিত্রকর রামকিঙ্কর বেইজ। এদেশের শিল্পে আধুনিক ধারার পথিকৃৎ তিনি। যুগান্তকারী এই ভাস্করের সৃষ্টিশীল কাজ ঋত্বিক ঘটককে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, টানা চারদিন তাকে অনুসরণ করে গেছেন ক্যামেরা হাতে নিয়ে একটা সিনেমা বানানোর আশায় সেই ১৯৭৫ সালের কথা। পরের বছর আচমকা ঋত্বিক ঘটকের অন্তর্ধান হলে সিনেমার কাজটা অসমাপ্তই রয়ে যায়। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ এখনো টিকে আছে অক্ষতভাবেই। রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬ সালের ২৫ মে। তবে তার জন্মসাল আর জন্মতারিখ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। অনেকে ২৫ এর বদলে ২৬ মে তার জন্মদিন দাবি করেন। বাঁকুড়ার যোগীপাড়া গ্রামে তার জন্ম। বাঁকুড়া ছিল প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই ছিল দিনমজুর পেশার। রামকিঙ্কর বেইজের পিতা চণ্ডীচরণ, আর মাতা সম্পূর্ণা। পিতা ছিলেন পেশায় একজন নাপিত। ক্ষৌরকর্ম ছিল তাদের পারিবারিক পেশা। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে আর পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ পদবী তিনি নিজে দিয়েছিলেন। পারিবারিক পদবী ছিল প্রামাণিক। শান্তিনিকেতনে তার এ নাম নিয়ে ব্যাপক ঠাট্টা-মশকরার প্রচলন ছিল। যাইহোক, শৈশবেই তাঁর ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রেম গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়ার কুমোরদের কাজ দেখে। তাদের মূর্তি গড়ার কাজ তাকে বেশ আনন্দ দিত। সে আনন্দের বশেই বাল্যকালেই কুমোরদের দেখাদেখি কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়েছেন তিনি। সেই বালখিল্যতাই যে তাকে আজীবন সৃষ্টির আনন্দ দেবে, তা কে-ইবা জানত? রামকিঙ্কর বেইজ সুশিক্ষিত নয়, ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী। লেখাপড়ার কপাল নিয়ে জন্মাননি, তা যেন একদম শৈশবেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন এই গুণী শিল্পী। যদিও জীবনের শেষ বয়সে এসে স্বীকার করেছেন যে, কেবল মার খাবার ভয়েই পড়ালেখাটা করতে হয়েছিল তার। বাড়ির পাশের অনন্ত কাকাই হয়ে উঠেছিলেন তার শিল্পগুরু। অনন্ত সূত্রধর প্রতিমা গড়ার কাজ করতেন। সে কাজে সাহায্য করতেন কিশোর রামকিঙ্কর। ভাস্কর্য গড়ার সহজপাঠ ছিল নিষিদ্ধ পল্লীর রমণীদের মূর্তি গড়ার মধ্যে দিয়ে তাও দু'চার আনার বিনিময়ে করতেন সেসব কাজ। ১৯২৫ সাল। রামকিঙ্করের বয়স তখন সবে ১৯। প্রাপ্তবয়স্কের সীমানা পেরিয়ে সদ্য উত্তাল যৌবনে পা রাখা এক যুবক। শান্তিনিকেতনে পা রেখেই যেন বুঝতে পারলেন, এতদিন এই আলকেমির সন্ধানেই ছিল তার অন্তরাত্মা। রামানন্দের সহায়তায় ভর্তি হয়ে গেলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। নন্দলাল বসু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে স্নেহধন্য হলেন। পাঁচ বছরের অধ্যয়নপর্ব শেষ করে, ১৯৩০ সালে রামকিঙ্কর কলাভবনে যোগ দেন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। তবে পেশাগত জীবনে পদার্পণ করেন ১৯৩৪ সালে। তখন কলাভবনের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি ভাস্কর্য বিভাগের প্রধানও হয়েছিলেন। সেই চল্লিশ দশক, যখন ভারতবর্ষ উপনিবেশবাদে নিমজ্জিত। নিজের সংস্কৃতির অস্তিত্ব যখন চাবুকের আঘাতে আর ঘোড়সওয়ারের ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। তখন শান্তিনিকেতনকে শিল্প-সাহিত্য চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন ত্রয়ীখ্যাত রামকিঙ্কর বেইজ, নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখার্জী। তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং শিল্পচর্চার

ফল হচ্ছে-শান্তিনিকেতনকে ভারতের শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। কিশোর বয়সেই মূর্তি গড়ার পাশাপাশি প্রচুর ছবি এঁকেছেন রামকিঙ্কর। কিন্তু ছবি আঁকতে যে সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে। ক্ষৌরকর্ম করে সংসার চালানো পিতার কাছে ছিল না ছেলেকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেবার মতো অর্থ। কিন্তু তা বলে কি থেমে থাকবে শিল্পীর শিল্পক্ষুধা? সবুজ রঙের জন্য শিম গাছের পাতার রস, হলুদ রঙের বাটনা বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের পায়ের আলতা, মুড়ি ভাজার ভুষোকালি আর পুঁইশাক থেকে বেগুনি রঙ বের করে ছবি আঁকতেন তিনি। ছাগলের ঘাড়ের লোম কেটে বাঁশের কাঠির ডগায় বেঁধে নিয়ে চলত তুলির কাজ। এর সঙ্গে চলত মূর্তি গড়ার কাজ, যা তাকে ধীরে ধীরে ভাস্কর্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাসে ভাস্কর্যশিল্পের এক নতুন ধারার প্রচলন করার ক্ষেত্রে রামকিঙ্কর বেইজ এক ও অনন্য। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেছেন নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই নতুন শৈলী সৃষ্টিতে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। আর এর পেছনে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুরই প্রভাব ছিল। বিশ্বমানের এই শিল্পীর জীবনের শেষের দিকটা নিদারুণ অর্থ সংকটে কেটেছে। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই জীবনের শেষ দিনগুলোতেও শান্তিনিকেতনের সেই ঘরেই পড়ে ছিলেন তিনি। ছাদের চাল কিংবা শণ কেনার সামর্থ্য ছিল না আর, তাই নিজের বড় ক্যানভাসগুলোকে ছাদ বানাতেন। তাও কারো কাছে সাহায্য পর্যন্ত চাননি। ছাত্র-ছাত্রীরা আসত তার কাছে। তিনি বলতেন, আর সে মোতাবেক তারা আঁকত কিংবা গড়ত। অনেকেই শিল্পের বই নিয়ে আসত। তারা পড়ত আর তিনি চুপ করে শুয়ে শুনতেন। তারই অনেক ছাত্রছাত্রী আর বিখ্যাত শিল্পীদের কল্যাণে তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার শেখ সুখলাল করনানি হাসপাতালে। এই গুণী শিল্পীর চিকিৎসার সকল দায়ভার নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও যথাসাধ্য সাহায্য করে। ১৯৮০ সালের ২৩ মার্চ তাকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। সেই বছরেই আগস্টের ২ তারিখ তিনি পরলোকগমন করেন। শোনা যায়, হাসপাতালের দিনগুলোতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে চিত্রকর্ম তৈরি করার চেষ্টা করতেন কিংবা মনশ্চক্ষুতে ভাস্কর্য রচনা করতেন চোখ বন্ধ করে। কে জানে, তিনি হয়তো মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য গড়েই চলেছেন একের পর এক।

হেরিটেজ

কলকাতার দুর্গেশ্বর মন্দির

কলকাতার বহু এলাকায় চণ্ডীতলা নাম দেখতে পাওয়া যায়। এই সব চণ্ডীতলায় আগে দেবী চণ্ডীর মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে সেই সব চণ্ডী মন্দিরকে স্থানান্তিরত করা হয়েছে। কলকাতায় বেশ কয়েকটি স্থানে এখনও দুর্গা মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের পাশে মহম্মদ রামজান লেনেই রয়েছে একটি বিখ্যাত মন্দিরটি। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনমোহন দত্তের দুই পুত্র- রসিকলাল দাস দত্ত এবং জহরলাল দাস দত্ত। সুউচ্চ আটচালার মন্দিরটির বর্তমান অবস্থা খুবই সঙ্গিন। সংস্কার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে মন্দিরটি সংস্কারের কাজে হাত দেবে। এই মন্দিরটি প্রায় ২৩০ বছরের প্রাচীন। মন্দিরের পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণে তিনটি দরজা রয়েছে। পশ্চিমদিকের দরজার ওপরে লেখা রয়েছে- শিবলিঙ্গমভূত সুসৌধে। ১৭১৬। দৈর্ঘ্যও প্রস্তের তুলনায় মন্দিরটির উচ্চতা- ৫০ ফুট। ভিতরের একপাশে ভাস্কর গদাধরের নাম লিখিত রয়েছে। শিবলিঙ্গের উচ্চতা ৮ ফুট। ১২০১ সালে রসিকলাল দাস দত্ত এবং জহরলাল দাস দত্ত এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার শিল্প নির্দশন ছিল যা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। এই টেরাকোটা শিল্প বাংলার সংস্কৃতির সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। শিবরাত্রি, নীল ষষ্ঠী এবং শ্রাবণী পূর্ণিমায় এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে।

নবজোয়ারের চাপে পরীক্ষা বাতিল করা হল বাঁকুড়ার রামানন্দ কলেজে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২২ মে ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারের চাপে পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে বাঁকুড়ার রামানন্দ কলেজে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় থাকা পুলিশের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই কলেজে। সোমবার বাঁকুড়া থেকে ফের নবজোয়ার কর্মসূচি চালু করলেন অভিষেক। বাঁকুড়া এলাকায় আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তা। প্রসঙ্গত, নোটিশ দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে ২২ ও ২৩ মে তারিখের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে কলেজেই পুলিশের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশের দখলে রামানন্দ কলেজ। আজ ও আগামীকালের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। এ নিয়ে রাগে ফুঁসছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবক বলেন, কেন পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমরা জানি। গরমের ছুটি চলছে স্কুলগুলি বন্ধ, যেতে পারত। ওনার নবজোয়ার না ক্ষতির জোয়ার আসছে। ভিড় বাড়াতে হবে উনি আসছেন পরীক্ষা বন্ধ করে এদের সকলকে নিয়ে ভিড় বাড়ানো হবে। তবে এখানেই কেন পুলিশকে রাখার ব্যবস্থা করা হল এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এর আগে কলেজের প্রিন্সিপালকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা তুলে কেক কেটে খাওয়ানো হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তির কথায়, ডাকাত বিষ্ণুপুরের মাটি কলুষিত করতে আসছে। তিনি দু'হাজার পুলিশ ছাড়া রাস্তায় নামেন না। সাধারণ মানুষের ভয়েই অভিষেক একা আসেন না। কলেজের তৃণমূল নেত্রী প্রিন্সিপাল তাদের অতিথি অ্যাপায়ণের জন্য দায়িত্ব নিয়েছে। প্রিন্সিপাল জানান, পুলিশের থাকার ব্যবস্থার জন্যই পরীক্ষা পিছিয়েছে। সব টিচারদের নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা হবে। আজকালের মধ্যেই নতুন নোটিশ দেওয়া হবে। বুধবার দিনের পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময় মেনেই হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর কালে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একইভাবে 'আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট' ও 'পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট' প্রথম বর্ষের পরীক্ষা 'বাতিল' করা হয়েছিল। এই বিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি দেবপ্রিয় বিশ্বাস পরীক্ষা বন্ধের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, স্কুল গুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, সেখানে পুলিশ কর্মীদের রাখা যেত না? রামানন্দ কলেজের এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে। একজন সাংসদ সভা করতে আসবেন বলে গোটা কলেজের পরীক্ষা বাতিল করে দিতে হচ্ছে, এর থেকে লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না। এদিকে, রামানন্দ কলেজের অধ্যক্ষা স্বপ্না ঘোড়ই স্বীকার করে নেন কলেজে পুলিশ থাকার কারণেই পরীক্ষা বন্ধের বিষয়টি। তিনি বলেন, আলোচনা করেই ওই পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে। তবে মিটিং-ফিটিং কিছু একটা আছে। আইসির কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েই তিনি পরীক্ষা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান। যদিও এই বিষয়ে তিনি সোজাসুজি অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচির নাম নেননি। অবশ্য পরে কলেজ অধক্ষ্যা সুর বদলে বলেন একটি সংগঠন আজ বন্ধ ডেকেছে। আর এর ভালই প্রভাব পড়ছে গোটা বাঁকুড়া জেলায়। এরফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। যার জেরে পড়ুয়া ও অধ্যাপকরা কলেজে আসার পথে সমস্যায় পড়তে পারেন সে কারণে আজ এবং কালকের ঘোষিত নির্ঘণ্টও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

এগরায় উদ্ধার হল বাজি ও বাজির মশলা

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ২২ মে ঃ ফের খবরের কেন্দ্রে এগরা। দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাড়াদা গ্রামে একটি ডোবা থেকে ৭ বস্তা বারুদ ও বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করলেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। বাড়ি, জঙ্গল এমনকি পানা ভর্তি ডোবা থেকেও বস্তা বস্তা বারুদ উদ্ধার হচ্ছে। এই ছবি এগরার। সোমবার সকালে এলাকার একটি ডোবা থেকে ৭ বস্তা বারুদ উদ্ধার করলেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। সম্প্রতি এগরা খাদিকুল গ্রামে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মালিক সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই বিস্ফোরণ সাড়া রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা নিয়ে কার্যত উদ্বিগ্ন। এগরা থানার কর্তব্যরত আইসি মৌসম চক্রবর্তীকে শোকজ ও পরবর্তীকালে বদলি করা হয়। এই ঘটনায় তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা দফতর অর্থাৎ সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তে নেমে বাজি কারখানায় বোমা বিস্ফোরণের উপর সিলমোহর দেয় রাজ্যের তদন্তকারী দল। সিআইডি ও এগরা থানার পুলিশ দফায় দফায় এগরা বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এগরা থানার আইসি স্বপন গোস্বামী বলেন, এগরায় খাদিকুলে ঘটনার পর বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলছে। গ্রেফতারে ভয়ে গভীর রাতে স্থানীয় একটি ডোবাতে বারুদ ও বোমা তৈরির মশলা ফেলে দিয়ে পালায়। উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি অসীম মিশ্র বলেন, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এগরা বিধানসভা'কে সেভ করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। এখানেই বোমা তৈরি করে সারা রাজ্যে সাপ্লাই করা হতো।

মন্দিরে গহনা চুরি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ মে ঃ ঐতিহ্যবাহী কোচবিহারের করুণাময়ী মন্দিরের দুটি গ্রিল, নয়টি তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল। প্রায় ১০ ভরি সোনার গয়না নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। হেরিটেজের তালিকায় থাকা এই মন্দিরে এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। করুণাময়ী মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নিত্য পূজার পর মন্দির বন্ধ করা হয়। এরপর এদিন সকালে মন্দির কমিটির অন্যতম সদস্য ধীমান ভৌমিক মন্দিরে এসে দেখেন তালাগুলি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মন্দির খোলা পড়ে রয়েছে। স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হন। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। মন্দির কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর পাল জানান, তাঁদের এই মন্দিরটি ১১৪ বছরের পুরোনো। প্রতিদিন বহু ভক্ত এই মন্দিরে আসেন। মন্দিরে মায়ের প্রায় দশ ভরির মতো সোনার গয়না ছিল। রূপোর থালা সহ আরও কিছু জিনিসপত্র ছিল। সবই খোয়া গিয়েছে। এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয়দের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন তিনি। এদিকে এমন ঘটনায় মন্দিরে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টায় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২২ মে ঃ সোমবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ব্যারাকে চলল গুলি। গুলি চলার শব্দে কেঁপে উঠেছে পুলিশ ব্যারাক সংলগ্ন এলাকা বলে খবর। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক পুলিশকর্মী। কর্তব্যরত অবস্থায় সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তিনি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানা এলাকায় জোর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পুলিশকর্মী একজন কনস্টেবল। সোমবার তিনি ব্যারাকে ডিউটি করছিলেন। হঠাৎ সবার নজর এড়িয়ে ব্যারাকের ভিতরেই অন্য জায়গায় চলে যান তিনি। তার পর নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে নিজেকেই তাক করে গুলি চালান তিনি। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এই গুলির শব্দ শুনে বাকি সহকর্মীরা ছুটে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন ওই কনস্টেবল। তখন তাঁকে তড়িঘড়ি তুলে নিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কনস্টেবলের নাম তাপি থোকদার (৩২)। ওই পুলিশকর্মী নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গলা লক্ষ্য করে গুলি চালান। কিন্তু সেটি থুতনিতে গিয়ে লাগে। গলায় গুলি লাগলে বাঁচানো যেত না। সোমবার সকালে ব্যারাকে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালান রায়গঞ্জ থানার ওই কনস্টেবল। তাঁর থুতনির নীচে গুলি লেগেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই পুলিশ কর্মীকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন পুলিশকর্মী সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সূত্রের খবর, ইদানিং তাঁর মন খারাপ ছিল। বেশ কিছুদিন তিনি কোনও ছুটি পাননি। তাছাড়া বাড়িতেও সমস্যা ছিল। যার জন্যই সেখানে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। এই দু'দিকের চাপে পড়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন কনস্টেবল। তাই নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাপি থোকদারের এই কাণ্ডে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশকর্মীর পরিবারের লোকজন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হচ্ছে। হাসপাতালে এই পুলিশকর্মী এখন চিকিৎসাধীন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনাল অফিসার শ্রীমতি জারিনা ফিরদৌসি সহ পূর্ব রেলওয়ের অন্যান্য আধিকারিকরা। -নিজস্ব চিত্র।

রক্ত দিয়ে রোগী বাঁচালেন চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ মে ঃ এক প্রসূতিকে নিজের রক্ত দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক এবং চিকিৎসা বিভাগের প্রযুক্তির ছাত্রী। সেই রোগী বর্তমানে বিপন্মুক্ত। চিকিৎসকের এই মানবিকতার নজিরে মুগ্ধ রামপুরহাটবাসী। রোগীর নাম রাণী মুর্মু। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের শিকারী পাড়া থানার ফরাসডাঙায়। দু'দিন আগে প্রসব বেদনা নিয়ে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ভর্তি হন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমএসভিপি পলাশ দাস। রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। তাঁর দুই ইউনিট রক্তের দরকার ছিল। কেয়ার ইউনিটের হাউস স্টাফ ড. রাজর্ষি চৌধুরী এবং চিকিৎসা বিভাগের প্রযুক্তির ছাত্রী দেবলীনা মণ্ডল প্রসূতিকে ওই দুই ইউনিট রক্ত দিয়ে বাঁচান। রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাবে রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তাঁকে কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে ওই দুই ইউনিট রক্ত সময় মতো রোগীকে না দেওয়া হলে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটতো। রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি পলাশ দাস জানান, রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্টাফেরা সব সময় ভালো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কারণ সেটাই তাদের কাজ। এমএসভিপি পলাশ দাসও একদিন নিজের রক্ত দিয়ে রোগীর জীবন রক্ষা করেন।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ শনিবার বিকেলে ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউথ কলোনি, এলাকার বছর ২৩ এর যুবক প্রসেনজিৎ সরকার গত শনিবার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপরেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর রবিবার সন্ধ্যায় ফুলবাড়ীর আমবাড়ী গজলডোবা তিস্তা ক্যানেলের কাঞ্চন বাড়ি এলাকায় ক্যানেল রাস্তা থেকে তার সাইকেল এবং ছাতা উদ্ধার হয়। জানা গেছে প্রসেনজিৎ শিলিগুড়ির একটি ঔষধের ফার্মাসিতে কাজ করতো। সেদিন কাজে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি সে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সব জায়গায় খোঁজাখুজি করেও কোনো খোঁজ না পাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন বাড়ির সদস্যরা। সোমবার ক্যানেল পাড়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ প্রসেনজিৎ শিলিগুড়িতে প্রেমচাঁদ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল।

বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২২ মে ঃ কোচবিহারের ধলপল ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীভাংতি এলাকা থেকে শালবাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ ২০ বছর থেকে বেহাল হয়ে রয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের নদীভাংতি এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, প্রাক বর্ষায় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা কুশল দেব ও চন্দ্রেশ্বর দাস জানান, রাস্তাটি মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই এদিন তাঁরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। এদিন অবরোধের জেরে রাস্তার দু'দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে জয়েন্ট বিডিও'র আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। তুফানগঞ্জ-১ এর বিডিও দেবঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৩/২৬, তারিখ ২২.০৫.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (৫ম তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে আপলোড হওয়া নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible] ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in (PR-180)

বর্ষা এবং শীতের মৌসুমে পেট্রোলম্যানের নিযুক্তি

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. [illegible] তারিখ ১৭-০৫-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পার্কিং-মিশ্রিত ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিবরণ ঃ দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও চার চাকার উপরের জন্য পার্কিং লট। নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ সি-এপি-পার্কিং-১১, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ ৩১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৪.১০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬।

এইচইউ নং	লট নং/ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমএস-৩৭-২৩-১	মাথাভাঙা
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএস-২২-২৩-৪	আলিপুরদুয়ার জং.
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএস-১৮-২৩-২	দলগাঁও
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএস-৩৩-২৩-২	গোলোকগঞ্জ
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএস-১২-২৩-১	কামাখ্যাগুড়ি

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT
At+P.O.:-Shyamnagar, PS-Balarampur, Dist-Purulia, Pin-723143
NOTICE INVITING e-TENDER No:-02/2023-24/B.G.P.

The separate tenders are invited by the undersigned for the work mentioned in the table below through electronic tendering for total 10 (Ten) nos works. Last date of submission of bid(online) on **29/05/2023 at 04.00 P.M.** Bid opening date **01/06/2023 at 11:00 A.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bela Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
E-Tender Notice
Memo No.-2027/WS/SRD Dated-22/05/2023

E-tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT5/5e/23 and Tender Id No-2023_MAD_532756_1** for Sinking of 200mm x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at Mearberh in w-18 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **13/06/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

হাওড়া পৌর নিগম

সাফাই বিভাগ

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি. টেন্ডার আহ্বান করছেন নিম্নে উল্লেখিত অনুসারে, আগ্রহী ঠিকাদারদের জমা করতে হবে দরপত্রের সঙ্গে প্যান কার্ড, আপ টু ডেট জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি, ইএসআই, ইপিএফ ও শংসাপত্র।

ক্র. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. তারিখ
১	বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ০২টি প্রতিটি ১০.৫ কাম পোর্টেবল কম্প্যাক্টর এবং ১টি হুক লোডার বেলিলিয়াস রোডে- ইস্ট ওয়েস্ট রোড ক্রসিং কম্প্যাক্টর স্টেশন হাওড়াতে। ওয়ার্ডনং-১৭ অধীন এইচএমসি।	নং. ২৭৯/কনস./২২-২৩ তারিখ -১৯.০৫.২০২৩

দরপত্র জমা বন্ধ (অনলাইন) ঃ ০৫.০৬.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://www.wbtenders.gov.in।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৩৭(৩) / ২৩-২৪ ২২.০৫.২০২৩

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ই-মেলঃ info@ltspiritualworld.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tspiritualworld.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			ত্রৈমাসিক শেষে	
		৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ ডিসে ২০২২	৩১ মার্চ ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ মার্চ ২০২২
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	০.১৮০	-	-	০.১৮০	৫.২০৬
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৩.৭২৭)	(২.৮১৭)	(৩.২৪৪)	(১৮.২৪৬)	(১২.৩৭৭)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩.৭২৭)	(২.৮১৭)	(৩.২৪৪)	(১৮.২৪৬)	(১১৮.২৩৯)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩.৭২৭)	(২.৮১৭)	(৩.২৪৪)	(১৮.২৪৬)	(১১৮.২৩৯)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৩.৭২৭)	(২.৮১৭)	(৩.২৪৪)	(১৮.২৪৬)	(১১৮.২৩৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	(১৮২৭.৩৬৫)	(১৮০৯.১২০)
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	(০.০১৯)	(০.০১৪)	(০.০১৬)	(০.০৯১)	(০.৫৯১)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.tspiritualworld.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রনভাট
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.:06716666

তারিখ ঃ ২২ মে, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেড
CIN: L45209WB1982PLC034804
রেজি. অফিস ঃ ৬৩এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং.১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ভারত
ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট ঃ www.likhamiconsulting.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			ত্রৈমাসিক শেষে	
		৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ ডিসে ২০২২	৩১ মার্চ ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	৩১ মার্চ ২০২২
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১২.৭৫০	২.০০০	১৫.০০০	৬১.৯৪১	৪৮.৫৭২
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	২.৭৬২	(৪.৭৫৩)	৫.২০৪	২৩.২৭২	১৩.৫৬৭
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২.৭৬২	(৪.৭৫৩)	(৪১৩.৫৮১)	২৩.২৭২	(৪০৫.২১৮)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২.৭৬২	(৪.৭৬৬)	(৪১৩.৫৮১)	১৭.২০৩	(৪০৭.৭৯৭)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২.৭৬২	(৪.৭৬৬)	(৪১৩.৫৮১)	১৭.২০৩	(৪০৭.৭৯৭)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৯২.০০০	১৯২.০০০	১৯২.০০০	১৯২.০০০	১৯২.০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	২৪৫৭.৮৭০	২৪৪০.৬৬৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর সমাপ্ত ছাড়া) মূল ও মিশ্র	০.০২৭	(০.০৪৮)	(৪.১৫৭)	০.১৭৩	(৪.১০৯)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.likhamiconsulting.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেড-এর পক্ষে
বাবু লাল জৈন
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN No.:02467622

তারিখ ঃ ২২ মে, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV (Electrical), KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/69/23-24
Name of Work: **Development of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Roy Nagar Janata Colony, 1 No. Congress Pally and South Roynagar area in Ward No.-112, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,688.61**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/68/23-24
Name of Work: **Development of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Dinesh Nagar, Kalitala Park, Binaypally and adjacent area in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,176.14**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/67/23-24
Name of Work: **Renovation of lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Anandapally and adjacent area in Ward No.-114, Br.-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,176.14**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of Completion of Bid: **31.05.2023 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/61/23-24
Name of Work: **Development works of street lighting arrangement by energy efficient LED street lights at Chanditala Lane, Ashoknagar and Regent Colony adjacent areas in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,98,486.84 (as per BOQ)**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/62/23-24
Name of Work: **Development works of street lighting arrangement by energy efficient LED street lights at Nehru Colony, Shantinagar, Moore Avenue etc. areas in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,98,543.05 (as per BOQ)**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/63/23-24
Name of Work: **Development works of street lighting arrangement by energy efficient LED street lights at Sultan Alam Road, Russa Road, Charu Chandra Place East and adjacent areas in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,98,371.435 (as per BOQ)**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/64/23-24
Name of Work: **Development of street lighting system by energy efficient LED fittings at D.P.S. Road & different areas in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,99,066.25 (as per BOQ)**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **02.06.2023 upto 12 Noon** (For Sl. No. 4 to 7). The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 7) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two part Bid system for following works:

(1) NIT No.: LTG/4/43/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Annual operation & maintenance of street lighting arrangement in Ward No.-43.** Estimated Amount: ₹ **4,95,632.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No.: LTG/44/44/V/Z-II/23-24
Name of Work: **Installation of street lighting system by energy efficient LED light fittings at B.B. Piyari Sarkar. Black Burn Lane and other area in Ward No.-44.** Estimated Amount: ₹ **3,99,535.80**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **05.06.2023 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **22.05.2023 at 6 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/21
Name of Work: **Development of street lighting system with energy efficient LED fittings at C.G.R. Road in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **4,96,016.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/01
Name of Work: **Urgent restoration of street lighting system due to dashing by unknown vehicle at sick line Bustee & Transport Depo, Hide Road Crossing in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **2,25,100.72**. Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Period of Completion: **10 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/02
Name of Work: **Renovation of street lighting system at Sonai Bustee & Brace Bridge Bustee in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **4,69,748.98**. Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **02.06.2023 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender opening date: **03.06.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-V/G.R.U, KMC** invites quotation online item rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/02
Name of Work: **Annual comprehensive maintenance (A.M.C.) 10 Nos. of Water Cooler cum Purifier at Br.-XV Office Complex, G.R.U., Kolkata-700024.** Estimated Amount: **Open quotation (Amount to be quoted).** Earnest Money: **Initially ₹ 3,800.00 (Online) (final EMD @2% of total quoted amount will be needed to be deposited by the lowest bidder, after finalization of tender).** Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/01
Name of Work: **Installation of Air Conditioner machine & allied electrical work at Water Supply Department, G.R.U., Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **2,08,999.30**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **07.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.05.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/Z-V/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for following work:

NIT No.: KMC/LTGV/122/23-24/BPC (1st Call)
Name of Work: **Installation of New Steel Tubular Posts adjacent to BSNL posts at Water Logging Areas of Singhi Para, Dhali Para, MLG Road Bye Lane and other areas in Ward No.-122.** Estimated Amount: ₹ **4,81,114.51.** Earnest Money: ₹ **9,630.00.** Period of Completion: **40 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **03.06.2023 (4 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (E), KMC** invites tender online percentage rate two bid systems as per order taken from Hon'ble MMIC, KMC dated 11.05.2023 through e-file system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/08/INST/BR-IV/Z-II/23-24
Name of Work: **Supply of electrical item required for different Community Halls, Labour Qtr, Borough Office and Ward Office under Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **1,24,705.00.** Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **40 days.** Last Date and Time of Submission of Bid (online): **14.06.2023 upto 1 p.m.**

(2) NIT No.: LTG/20/WD-38/BR-IV/Z-II/23-24
Name of Work: **Supply & delivery of LED light fittings within Ward No.-38, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **4,98,940.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: LTG/21/WD-39/BR-IV/Z-II/23-24
Name of Work: **Supply & delivery of ECO Friendly LED light fittings in different places within Ward No.-39, Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **4,97,779.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid (online): **15.06.2023 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1), **23.05.2023 (4.30 p.m.)** (For Sl. No. 2) & **23.05.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (Civil), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/007/2023-24, Dated: 22.05.2023
Name of the Work: **Renovation of damaged sanitary arrangement at M. M. Court Department and Food Lab Department of HUDCO Building and other ancillary civil works.** Estimated cost (including GST & L.W.C.): ₹ **2,51,404.00**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **14 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **31.05.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** 168/23-24

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

চুলের স্বাস্থ্য ফেরানো নয়, হেনার এই উপকারিতাগুলি জানলে চমকে যাবেন

পরিবেশ দূষণ, মানসিক চাপ সঙ্গে যত্নের অভাব। সব মিলিয়ে চুলের দফারফা। চিরুনি হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ তন্বীর। সমস্যা থেকে বাঁচতে ভুরি ভুরি রাসায়নিক মিশ্রিত সামগ্রীর দিকে হাত বাড়ান অনেকেই। তার পরিবর্তে ব্যবহার করুন হেনা। চুলের স্বাস্থ্য ফেরানোই নয়। জানেন কী হেনার রয়েছে আরও নানা উপকারিতা। হেনা ব্যবহারের আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলি ঠিক কী।

চুলের ডগা ভাঙার সমস্যায় ভুগছেন? তবে অবশ্যই হেনা ব্যবহার করুন। হেনায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আপনার চুলকে করে তোলে আরও শক্তিশালী। তার ফলে সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহার করেন প্রায় সকলেই। তা সত্ত্বেও চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়ার সমস্যা যেন পিছু ছাড়তে চায় না। আপনিও কী এই সমস্যায় ভুগছেন? তবে আপনার জন্য অব্যর্থ দাওয়াই হিসাবে কাজ করতে পারে হেনা। কারণ, হেনায় থাকা ট্যানিন এবং ভিটামিন ই আপনার চুলের রুক্ষতা দূর করে। চুলকে করে তোলে আরও নরম এবং উজ্জ্বল।

খুশকির সমস্যা থেকে রেহাই পেতে লেবু। নানা ধরনের রাসায়নিকযুক্ত

শ্যাম্পু কিংবা তেল ব্যবহার করে আপনি ক্লান্ত? চিরকালের জন্য এই সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে হেনা।

আজ শ্যাম্পু করলেন তো কাল চুল তৈলাক্ত? এমন সমস্যা রয়েছে আপনার? তবে হেনা ব্যবহার করুন।

প্রতি ৩-৪ সপ্তাহ অন্তর হেনা ব্যবহার করতে ভুলবেন না। রাতভর হেনা চায়ের লিকারে ভিজিয়ে রাখুন। মাথায় কমপক্ষে ২ ঘণ্টা লাগিয়ে রাখুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ওইদিন ভুলেও শ্যাম্পু করবেন না। পরদিন শ্যাম্পু করুন।

চরম গরমে শীতল হোক শরীর, স্নান করুন নিচের তিন উপায়ে

গরমে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। বার বার মন চায় স্নান করতে। তবে রোজকার নিয়মে স্নান করলে তো গরম থেকে মুক্তি সেভাবে মিলবে না। বরং শরীরকে শীতল রাখতে এই তিন উপায়ে স্নান করুন। দেখবেন শীতল শীতল শরীর আর কুল কুল মন। গরমকালের স্নান মানে সুগন্ধী। স্নানের পর হালকা গন্ধ যদি না ছড়ায়, সেই স্নানের মানেই হয় না। তাই এই গরমে অডিকোলন স্নান হোক একেবারে মাস্ট। বাজার চলতি অনেক অডিকোলন রয়েছে। স্নান করার জলে, তা মিশিয়ে নিলেই হল অথবা বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন অডিকোলন। গোলাপ জলে কিছু পরিমাণ সাদা চন্দন বেঁটে নিন। বেঁটে নিতে পারেন কিছু পরিমাণ পুদিনা পাতাও। স্নানের জলে মিশিয়ে, স্নান সেরে ফেলুন। একটু সময় খরচ করলে বাড়িতেই নিতে পারেন স্পা বাথ। স্নানের জলে মিশিয়ে নিন বাথিং সল্ট। তার মধ্যে কিছুটা পরিমাণ গোলাপ জল, পুদিনা পাতার রস ঢেলে দিন। স্নান শেষে পরিষ্কার জল গায়ে ঢেলে নিন। দেখবেন সারাদিন সতেজ থাকবেন। গরমে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। ঘেমে নেয়ে একসা। আর এই সময় যদি পারফিউমের গন্ধ বেশিক্ষণ না স্থায়ী হয় তাহলে তো মহাবিপদ! ঘামের গন্ধে টেকা দায়। তাহলে উপায়?

সুগন্ধী ব্যবহার করার রয়েছে নানা নিয়ম। যা মেনে চললে, বেশিক্ষণ সময় ধরে স্থায়ী হবে পারফিউম।

১) হাতে অল্প পরিমাণ ভেজলিন নিন। বগলে, গলায় এবং হাতের কব্জিতে কিছুটা ভেজলিন মেখে নিন। তারপর সে জায়গায় পারফিউম বা বডি স্প্রে লাগান।

২) তুলোর মধ্যে পারফিউম স্প্রে করুন। সেই ভেজা তুলোটি অন্তর্বাসের মধ্যে রাখুন। দেখবেন পারফিউম অনেকক্ষণ স্থায়ী হবে।

৩) হাতের কব্জি, ঘাড়ে এবং গলার দুপাশে স্প্রে করুন। সুগন্ধী অনেকক্ষণ স্থায়ী হবে।

৪) ফ্রিজে রাখুন পারফিউমের বোতল। ঠান্ডা পারফিউম শরীরের ছড়িয়ে নিলে বেশিক্ষণ থাকে।

৫) শরীরে সরাসরি পারফিউম স্প্রে না করে কাপড় বা তুলোয় ভিজিয়ে লাগাতে পারেন।

নারকেল তেলেই মিটবে চুলের সমস্ত সমস্যা!

সারা বছরই চুলের কোনও না কোনও সমস্যা থেকেই থাকে। নামীদামী বহু রকমের তেল, শ্যাম্পু, সিরাম, কন্ডিশনার ব্যবহার করেও ফল পাওয়া যায় না। সেই খুশকি, চুল পড়া, ডগা ফাটা, রুক্ষ ও শুষ্ক চুল, জট পড়ার মতো বিভিন্ন সমস্যা থেকেই যায়। সকলেরই বাড়িতে থাকে নারকেল তেল, চুলের যত্নে ব্যবহার করে দেখতে পারেন নারকেল তেলের পাঁচ ধরনের প্যাক। নারকেল তেলে থাকে লরিক অ্যাসিড, যা স্ক্যাল্পের জন্য ভীষণ উপকারী। চুলের বেশিরভাগ সমস্যাই দূর হয় শুধু নারকেল তেল ব্যবহারে। তবে নারকেল তেলের সঙ্গে যদি ঠিকঠাক ভাবে কয়েকটি জিনিস মিশিয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে আরও উপকার পাবেন।

নারকেল তেল ও মধু- একটি সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ১ টেবিল চামচ মধু নিয়ে গরম করুন। মিশ্রণটি মসৃণ না হলে এলে নামিয়ে নিন। চুল হালকা ভিজিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটু ঠান্ডা হলে চুলে লাগান। ২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

নারকেল তেল ও ডিম-২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে একটি ডিম ফেটিয়ে মিশিয়ে দিন। ভেজা চুলে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

নারকেল তেল ও দারুচিনি-১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে স্ক্যাল্প ও চুলে লাগান। মাথার ত্বকে হালকা ম্যাসাজ করুন, তারপর আধ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

নারকেল তেল ও আপেল সাইডার ভিনেগার-২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। ভেজা চুলে হেয়ার মাস্কটি লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন।

নারকেল তেল ও পাতিলেবু- ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ লেবুর রস মেশান। মিশ্রণটি শুকনো চুলে লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন। লেবুতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে। কোলাজেন চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। লেবুর অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ তৈলাক্ত চুলের জন্য ভীষণ উপকারী। এটি মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে।

মুখ ধোওয়ার সময় এই ভুলগুলি করছেন না তো? ত্বকের বারোটা বাজবে মুহূর্তেই!

মুখের ত্বক উজ্জ্বল আর তরতাজা রাখতে সঠিকভাবে মুখ ধোওয়া দরকার। এতে ত্বকের ভেতরে থাকা ময়লা, তেল সব বেড়িয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক কী ভাবে মুখ ধোওয়া উচিত, সেটা আমরা অনেকেই জানি কি। সঠিক পদ্ধতি মেনে মুখ না ধুলে কিন্তু ত্বকের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মুখ পরিষ্কার করার সময় হামেশাই কয়েকটি ভুল করে থাকেন অনেকে, যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত-

গরম জল- অনেকেই গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে থাকেন। কিন্তু গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শুষে নেয়। ফলে ত্বকে রুক্ষ-শুষ্কভাব, জ্বালা এবং লালচেভাব দেখা দিতে পারে। তবে একেবারে হালকা গরম বা ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুতে পারেন।

ভেজা ওয়াইপস ব্যবহার করা-খুব তাড়াতাড়ি মুখ পরিষ্কার করতে আমরা অনেকেই ভেজা ওয়াইপস ব্যবহার করি। অনেকে মেকআপ তুলতেও এই টিস্যু ব্যবহার করেন। কিন্তু ভেজা ওয়াইপস-এ প্রিজারভেটিভ, সুগন্ধি

এবং সারফ্যাক্ট্যান্টের মতো রাসায়নিক থাকে। যার ফলেই ত্বকের নানা সমস্যা হয়। এগুলি ব্যবহার করলে ত্বকে জ্বালা হতে পারে। তাছাড়া, ভেজা ওয়াইপস ত্বকের সমস্ত ময়লা, তেল অপসারণ করতে পারে না। সাবান বা ভুল ক্লিনজার ব্যবহার করা-ত্বকের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ফেসওয়াশ বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে ত্বকের জ্বালা, চুলকানি, লালচেভাব দেখা দিতে পারে। শুষ্ক, তৈলাক্ত, কম্বিনেশন বা সেনসিটিভ, আপনার ত্বক যে রকম, সেই হিসেবে ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার কিনুন।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের নারদ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রবুদ্ধ নাগরিকদের অংশগ্রহণ

বুলন্দশহর, ২২ মে ঃ মীরাটের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কার্যালয়ে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র নারদ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচীতে সমাজের শতাধিক প্রবুদ্ধ নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে সম্মান জানানো হয়। নারদ জয়ন্তীর প্রেক্ষাপটে এবং তাঁর দেওয়া শিক্ষার কথা তুলে ধরে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা সুরেন্দ্র সিং বলেন, মহর্ষি নারদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম যোগাযোগকারী। তিনি একজন মহান জ্যোতিষী, মহান সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদি কবি এবং জনসচেতনতার প্রহরী ছিলেন। সাংবাদিকতাকে জনগণের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা উদন্ত মার্তন্ড প্রকাশিত হয়। আজও মহর্ষি নারদ শুধু দেশের নয় বিশ্বের বহু সাংবাদিকের অনুপ্রেরণার উৎস। তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বর্তমান সাংবাদিকতা জগৎ সাংবাদিকতাকে মানুষের উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক যোগেশ কুমার ভার্মা, এডিজিসি অনুষ্ঠানে কল্যাণ মন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মনবীর সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগ প্রচারক রাজেশ, রাজবীর সিং, নরেশ শর্মা, সন্দীপ ত্যাগী, অজয় গয়াল সুনীল শর্মা, অমিত সিং, সুরেন্দ্র সিং, মনোজ কুমার, লোকেশ সিং, যশপাল সিং, সুশীল সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘আফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান’ আওয়াজ উঠলো কাবুলে

বিশেষ প্রতিবেদক, ২২ মে ঃআফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান’ আওয়াজ উঠলো কাবুলে। পাক বিরোধী মিছিলে অংশ নিচ্ছে মেয়েরা। আফগানিস্তানে তালিবানদের পুনরায় শাসন ফিরিয়ে নিয়ে আসার পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে সেখানকার মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেছে বহু মেয়েরা। তারা এখন ঘরে বসে থাকতে চাইছে না। বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তারা পড়াশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে কাবুলে তালিবান পাক বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এতদিন ধরে রাশিয়া এবং আমেরিকা চুপ করে বসেছিল। তারা তালিবানদের পক্ষে সায় দিতেও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে আফগানিস্তানের ভিতরে পাক এবং তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতেই কম্পিত গোটা বিশ্ব। মহিলা ঘরে মধ্যে না থেকে তারা প্রকাশ্যে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব মেয়েরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা কোনও রকমভাবে শিক্ষাকে ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে চায় না। তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবানরা বুঝতে পারছে বেশিদিন ধরে বন্দুকের নল দেখিয়ে তালিবানি শাসন বজায় রাখা যাবে না। যেভাবে আফগানে ভিতরে তালিবান এবং পাক বিরোধিতা দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে তাতেই কম্পিত হয়েছ সবাই। এদিকে সেখানকার ইংরেজি শিক্ষিত মহিলারা রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে ইন্টারনেট মাধ্যমে যোগাযোগ রাখ ছে। আফগানিস্তানের শেষ খবরও রাষ্ট্রপুঞ্জ পাচ্ছে সেখানকার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলা এবং যুবকদের কাছ থেকে। বহু শিক্ষিত যুবকেরা তালিবান বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তাদেরকে জোর করে তালিবান বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে

আফগানিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে যেভাবে দোহায় তালিবান শাসনকে মেনে নেওয়ার কথা ভেবে ছিল সেই কথার খেলাপ করতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানরা। দোহায় শান্তি চুক্তি ওপরে ভিত্তি করেই আমেরিকা তালিবানদের আফগান দখল করে নেওয়ার ব্যাপারে চুপ করেছিল। তালিবানরা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল যে এবারে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা হবে সমস্ত গোষ্ঠীর সমন্বয়ের ওপরে ভিত্তি করে। সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করা হবে। মহিলাদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হবে। শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হবে। মানবাধিকার ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তালিবানদের ওপরে ভরসা করে আমেরিকার সেনারা ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে যে আফগান আগামি দিনে একটি জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। আফগানিস্তান ভৌগলিক দিক দিয়ে গুরুত্ব রয়েছে। চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব আফগান দিয়ে। এদিকে কাবুলবাসীরা পাকিস্তান এবং আইএসএসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তারা পাকিস্তানের অধীনে আফগানকে রাখ তে চায় না সেটা পরিস্কার। তালিবান নেতারা সব সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানের পাশে থাকবে তালিবানরা। তারা কোন কালেও পাকিস্তানের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেবে না। এদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘর থেকেই বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কাবুলে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল আফগানিস্তানের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা স্লোগান দিতে শুরু করে, ‘আফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাতে পুতুল সরকার চাই না। এমনকী পঞ্জশিরে পাকিস্তান ও আইএসআইয়ের হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন যেভাবে তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। সেই কারণে আমেরিকা এবং রাশিয়া দিল্লিতে ছুটে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন আলাদা করে ভারতের সঙ্গে বৈঠক করবে। তালিবানদের হাতে আফগানের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে আবার জঙ্গিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেটা আমেরিকা এবং রাশিয়া এখন বুঝতে পারছে। তালিবানদের হাত ধরে জঙ্গিরা ক্রমশ শক্তিশালী হবে এবং আগামি দিনে কাবুল হবে জঙ্গীদের আসলি ডেরা। জঙ্গি রাষ্ট্র এর অবসান চেয়েই এতদিন ধরে রাশিয়া, আমেরিকা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। আবার নতুন করে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী তৈরি হলে সেটা হবে আগামি দিনে নতুন করে একটি বড় বিপদের কারণ। সেই দিকে নজর রেখে বিপদের গন্ধ পেয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার ভারতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গিদের হাতেই আফগান সরকার চলে যাওয়ার পরই এখন নড়েচড়ে বসতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক সারলেন আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এর প্রধান উইলিয়াম বার্নর্স এবং রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষেদের সচিব নিকোলাই পাত্রুশেভ। সূত্রের খবর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে উভয় বৈঠকেই নয়াদিল্লি পক্ষ থেকে আফগানিস্তান নিয়ে উদ্বেগের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তান এবারে সীমান্তের লাঞ্চপ্যাডে হিসাবে হক্কানি নেটওয়ার্কের ব্যবহার করবে সেটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। এরপবে রাশিয়ার নিরাপত্তা সচিব পাত্রুশেভ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী আগামি দিনে তালিবান শাসন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পক্ষ বিপদজনক হয়ে দেকা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তা নিয়ে কথা বলেছেন। ভারত বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার সহ।

বক্সঅফিসে বড় সাফল্য, ২০০ কোটির পথে এগোচ্ছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’

মুম্বাই, ২২ মে ঃ বক্স অফিসে বড় সাফল্য। ২০০ কোটির কাছাকাছি দিকে এগোচ্ছে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’। এই ছবি মুক্তি পেয়েছে ১৫ দিন হয়ে গিয়েছে। বিতর্কের মধ্যে ছবি নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে, দর্শকদের মধ্যে সাড়া ভালোই মিলেছে। ছবিটি গত ১৪ দিনে ১৭১ কোটি টাকার উপরে ব্যবসা করেছে। অন্যদিকে, ১৫ তম দিনে গত শুক্রবার ৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। দেশজুড়ে ৬.৬০ কোটির টিকিট বিক্রি হয়েছে এই ছবির। তৃতীয় সপ্তাহে পা দিয়ে এই ছবির ঝুলিতে এখন পর্যন্ত রয়েছে ১৭৮.৩২ কোটি টাকা। ছুটির দিনে ছবির আয় বেশ খানিকটা বাড়বে। ফলে সপ্তাহান্তে ২০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’। প্রথম বাঙালি পরিচালক হিসাবে বলিউডের ২০০ কোটির এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়বেন তিনি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ‘দ্য কেরালা স্টোরি’র প্রচারে কলকাতায় এসে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র পরিচালক সুদীপ্ত সেন। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ শীর্ষ আদালতের রায়ের পরও কেন পশ্চিমবঙ্গে হল পাচ্ছে না সেই নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন পরিচালক। জানিয়েছেন হল মালিকদের কাছে হুমকি ফোন আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, পদ্মাবতের ক্ষেত্রে শিল্পীর বাক স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মমতা তাঁর ছবির বেলায় কেন অন্য অবস্থান নিচ্ছেন? উল্লেখ্য, অশান্তির আশঙ্কার কথা বলে পশ্চিমবঙ্গে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিষিদ্ধ করেছিল সরকার।‘দ্য কেরালা স্টোরিতে’ রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। ছবি বন্ধ করে তা কখনই যায় না।

মণিপুরের দাঙ্গা-পীড়িতদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ২২ মে ঃ মণিপুরে সংঘটিত সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের ডাকে সাড়া দিয়ে জোরদার প্রস্তুতি চালিয়েছেন পাথারকান্দির বিজেপি কর্মকর্তা সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। এই উদ্দেশ্যে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রতিটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কাছ থেকে পোশাকাদি, চাল-ডাল সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলছে। এ থেকে পিছিয়ে নেই বৃহত্তর বাজারিছড়াও। মানবিক টানে লোয়াইরপোয়া মণ্ডল বিজেপি সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, সাধারণ সম্পাদক কিশোর চৌধুরী, সম্পাদক ধ্রুব চক্রবর্তী, বাজারিছড়ার এপি সদস্য মাংলেম সিংহ, বিজেপির বিরাজ পাল, শম্ভু চন্দ, রজত নাগ, বিক্রম সিংহ, পঙ্কজ পাল প্রমুখ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিপি থেকে এই সব ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ইচাবিল, বাজারিছড়া সহ লোয়াইরপোয়া মণ্ডলের অপর জিপি থেকেও গাড়ি বোঝাই সামগ্রী জমায়েত করে পাথারকান্দি বিজেপি ব্লক মণ্ডল কার্যালয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। সেখান থেকে লরি দিয়ে সামগ্রীগুলো পড়শি রাজ্যে মণিপুরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে, জানা গেছে বিজেপি সূত্রে।

Name Change

I PROVASH BAIN C/O YOGESH BAIN R/O DAKSHIN KULBERIA, PANCHITA, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS-743235, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHASH BAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/05/2023.

Name Change

I, NANDALA (old name) S/o SUBAL CHANDRA SINGHA ROY Presently residing at3rd Floor, Flat-302, 184, 185, 186, Naskar Para Road, Bally, Ghusuri, Howrah-711107 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NANDALAL SINGHA ROY(new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023.

Name Change

I, PARAMNANDA THAKUR alias PARMANND THAKUR(old name) S/o LAKHANLAL THAKUR resident of Vill-Santinagar, PO-Sapuipara, Maa Tara Apartment, Flat No-301, PS-Nischinda, near Bandhan Bank, Bally, Howrah-711227 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PARMANAND THAKUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023.PARAMNANDA THAKUR, PARMANND THAKUR and PARMANAND THAKUR all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHD WALTUR RAHMAN alias MOHAMMAD IDRISH(old name) S/o MOTIUR RAHMAN resident of Hamid Nagar, Ward No-38, PO-Burnpur, PS-Hirapur, Paschim Bardhaman-713325 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD WALTUL RAHAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. MOHD WALTUR RAHMAN, MOHAMMAD IDRISH and MD WALTUL RAHAMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, FAYSAL MONDAL (old name) S/o FAZLUR RAHAMAN MONDAL resident of Vill-Madhupur, PO-Mashyampur, PS-Bagdah, Dist-(N)24Pgs-743232 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD FAYSAL MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. FAYSAL MONDAL and MD FAYSAL MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, MALAY KUMAR DAS(old name) S/o UMESH DASresident of Basina, Brahamin Para, PO-RajarhatBishnupur, PS-Rajarhat, North 24 Paraganas-700135WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MALAY DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. MALAY KUMAR DAS and MALAY DAS all are same and one identical person.

Name Change

I, MD FAZLUR RAHAMAN MONDAL alias FAZLUR MONDAL (old name) S/o SAHADAT MONDAL resident of Vill-Madhupur, PO-Mashyampur, PS-Bagdah, Dist-(N)24Pgs-743232 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) FAZLUR RAHAMAN MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. MD FAZLUR RAHAMAN MONDAL, FAZLUR MONDAL and FAZLUR RAHAMAN MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, RATHIN MONDAL alias RATHINDRANATH MANDAL alias RATHINDRA NATH MANDAL(old name) S/o LT. RABINDRANATH MONDALresident of Vill-Kanjialpara, PO+PS-Rajarhat, Dist-North 24 Pgs. Pin-700135WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RATHINDRANATH MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. RATHIN MONDAL, RATHINDRANATH MANDAL, RATHINDRA NATH MANDAL and RATHINDRANATH MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, LITON SK(old name) S/o JALIL UDDIN SHAIKHresident of DebipurPuratan Para, PO-Dolimoula, PS-Dhubulia, Nadia-741140WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LITON SHAIKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. LITON SK and LITON SHAIKH all are same and one identical person.

Name Change

I, JALIL UDDHIN SK(old name) S/o TAYEB SEKHresident of DebipurPuratan Para, PO-Dolimoula, PS-Dhubulia, Nadia-741140 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JALILUDDIN SHAIKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 22/05/2023. JALIL UDDHIN SK and JALILUDDIN SHAIKH all are same and one identical person.

Name Change

I SWATI DAS W/o MILON KUMAR DAS OF BOHAL, KULTI, PASCHIM BARDHAMAN, W.B-713343, HAVE CHANGED MY NAME TO SIBANI DAS VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 22/05/2023 AT NOTARY PUBLIC, KOLKATA. SWATI DAS HENCEFORTH BE KNOWN AS SIBANI DAS FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

মুসলমানদের অবহেলা

লখনউ, ২২ মে ঃ বিএসপি প্রধান মায়াবতী তার অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইটে লিখেছেন, কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের পর ডি কে শিবকুমারকে মন্ত্রিসভায় উপ মুখ্যমন্ত্রী করে কংগ্রেস নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে একটু চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দলিত ও মুসলিম সম্প্রদায়কে কেন অবহেলা করা হবে।

উত্তর প্রদেশে মাফিয়া রাজ বন্ধ

লখনউ, ২২ মে ঃ উত্তর প্রদেশে মাফিয়ারা আর রাজত্ব করতে পারবে না। মাফিয়াদের একে একে শেষ করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। গুলি করার ভয় দেখিয়ে রাজত্ব করা দিন একেবারে শেষ বলে উল্লেখ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিকে বেনারসের একজন বাসিন্দা বলেছিলেন যে বেনারস জুড়ে মাফিয়া রাজ ছিল। কিন্তু একন আর সেখানে কোনও মাফিয়া নেই। সব মাফিয়াকে বলা হয়েছিল ভদ্রভাবে চলাফেরা করতে। যারা প্রশাসনের কথা না শুনে চলেছে তাদেরকে পুলিশ শেষ করে দিয়েছে। মাফিয়া রাজ উত্তর প্রদেশে চলবে না। এখানে এখন শিল্পপতিরা শিল্প স্থাপন করতে পারে নির্বিঘ্নে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উত্তর প্রদেশের কিছু স্থান আছে যে সব স্থানের কথা বললে লোক ভয় পেয়ে যায়। কেন আর ভযের কোনও কারণ নেই। গ্যাংসটিদের খতম করতে উত্তর প্রদেশ সরকার প্রতিজ্ঞা করতে শুরু করে দিয়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে ভয় দেখিয়ে জনগণের সম্পত্তি হনন করার দিন শেষ হতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশে। কেন বেনারস রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ালেও আর কোনও ভয় নেই। নির্ভয়ে

তীর্তযাত্রীরা রাতের বেলায় রাস্তায় বের হতে পারবে। বেনারসের গ্যাংস্টার রাজ খতম করে দিয়েছে যোগী সরকার। ২০১২ সা থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৭০০ দাঙ্গা হয়েছিল। একন আর কোনও দাঙ্গা নেই। আতিক খুন নিয়ে বিরোধীরা চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে যখন তার অন্ধকার জগতে ক্রিয়াকলাপ জানতে পারলো তখন আর বিরোধী মুখ বন্ধ করে বসে গিয়েছে। যোগী সরকারের আর কোনও সমালোচনা করছে না। আতিকদের ওপরে হামলা চালায় লভলেশ তেওয়ারি, সানি সিংহ এবং অরুণ মৌর্য। জেরায় অভিযুক্তরা জানিয়েছেন অপরাধ জগতে নাম কুড়াতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা। ডিআইজি অনন্ত দেব জানিয়েছেন আতিকের স্ত্রী সাহিস্তা পারভীন ও গুড্ডু মুসলিমকে গ্রেফতার করা যায়নি। উমেশ পালকে গ্রেফতার করে শীঘ্রই জেরা করা হবে। গুড্ডুর খোঁজ দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং সহিস্তা জন্য পঁঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আতিক-আশরফ খুনের ব্যাপারটা জাতীয়ী মানবাধিকার কমিশনের াকছে পাঠানো হয়েছে। তবে উত্তর প্রদেশে মাফিয়ার রাজ খতম করে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে যোগী সরকার। সেখানে মস্তানি করে রাজ করা যাবে না। খেটে খেতে হবে। নাহলে উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। দুর্নীতি করে উত্তর প্রদেশে বেশি দিন টিঁকে থাকা চলবে না বলে জানান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লখনউ এবং হরদৌইয়ে টেক্সটাইল পার্কতৈরি করার জন্য শিল্পপতিদের জন্য চুক্তি করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশের অপরাধীরা একন উত্তর প্রদেশ ফেলে অন্য রাজ্যে ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে। সব রাজ্যকে উত্তর প্রদেশ সরকার থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

নিশীথের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ মে ঃ আগামী ২৫ মে থেকে শুরু হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি রুটে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রী পরিষেবা। তবে রেলের তরফে বন্দেভারতের স্টপেজের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম নেই। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বলেন, প্রথমে যে লিস্ট বেরিয়েছিল তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেনটির স্টপেজ ছিল। পরবর্তীতে নতুন স্টপেজের যে তালিকা বেরিয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম নেই। কোনও কারণে হয়তো বাদ গিয়েছে। চূড়ান্ত লিস্ট হয়নি। চূড়ান্ত লিস্ট বেরোলে নিউ কোচবিহারের নাম থাকবে। প্রসঙ্গত, ২৫ মে থেকে নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি রুটে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রী পরিষেবা চালু হচ্ছে। রেলের তরফে এই ট্রেনের যে স্টপেজ লিস্ট দেওয়া হয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দেন চূড়ান্ত লিস্ট বেরোলে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেন থামবে।

ধর্নায় মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার দাবিতে শিলিগুড়িতে ৩২ ঘণ্টার ধর্না শুরু করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সোমবার থেকে মৈনাক পর্যটন আবাসের সামনে এই ধর্না শুরু হয়। এদিন ধর্নায় উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্মিতা বক্সি সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত টানা এই ধর্না চলবে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রিমা। এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সঙ্গে বঞ্চনা করে চলেছে। রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য আটকে রেখেছে। উপরন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের হেনস্থা করছে। এর প্রতিবাদেই এই ধর্না। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালই শুধু নয়, রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালেই সরকারিভাবে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যবস্থা করবেন। তবে দালালরাজ তত্ত্ব মানতে চাননি।

আত্মরক্ষার পাঠ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ মে ঃ সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ লাইনে শুরু হয়েছে এই সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে বিজয়িনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। এই সচেতনতা শিবিরের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উত্তরীয় পরিয়ে সকলের হাতে ফুলের তোড়া ও উপহার তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়িনী নামাঙ্কিত টি শার্টের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত নিজের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিশু ও নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহের বিষয়ে সচেতন করেন সকলকে।

বনধের আংশিক প্রভাব ঝাড়গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২২ মে ঃ আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা বনধের আংশিক প্রভাব পড়ল ঝাড়গ্রামে। সোমবার বনধে রাস্তায় বেসরকারি বাস চলাচল করেনি। ঝাড়গ্রাম শহরে বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। বেসরকারি বাস রাস্তায় চলাচল না করায় নিত্য বাসযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। তবে হাতে গোনা দু'একটি সরকারি বাস যাতায়াত করছে। তবে বনধকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এদিন গোপীবল্লভপুরের রাস্তায় সিঙ্গেল অভিযানের লোকজনরা রাস্তায় নেমে বনধ সফল করার স্লোগান দেন এবং মিছিল করেন। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ১২ ঘন্টার বনধে এখনও পর্যন্ত মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে। এদিন বনধ সফল করার লক্ষ্যে পুরুলিয়ার লালপুরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন সংগঠনের সমর্থকরা। এদিন বনধের জেরে বেশ কিছু বেসরকারি বাস পথে নামেনি। সরকারি বাস অবশ্য চলেছে। পুরুলিয়ায় ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়েনি এই বনধের। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা বাংলা বনধের আংশিক প্রভাব পড়ল বাঁকুড়া জেলায়। বনধের জেরে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল জুড়ে এদিন সকাল থেকে বন্ধ বেসরকারি বাস চলাচল। বাঁকুড়ার রাইপুর, সারেঙ্গা, রানীবাঁধ, বারিকুল এমনকি ঝাড়গ্রাম রুটেও সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চূড়ান্ত সমস্যায় সাধারন যাত্রী থেকে নিত্যযাত্রী সকলেই। অ-আদিবাসীদের আদিবাসী হিসাবে শংসাপত্র প্রদানের বিরোধিতা সহ আদিবাসী মানুষদের ন্যায় দেওয়ার দাবিতে এদিন বাংলা বনধের ডাক দেয় আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান নামে একটি আদিবাসী সংগঠন। এই বন্ধের সরাসরি বিরোধিতায় নামে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সহ আদিবাসীদের অন্যান্য আদিবাসী সামাজিক সংগঠন। কিন্তু তারপরও বাঁকুড়ায় জঙ্গলমহলের রুটগুলিতে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। বাঁকুড়া শহরের গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে দৈনিক জঙ্গলমহলের রুটগুলিতে প্রায় দু'শো বেসরকারী বাস চলাচল করে। এদিন সকাল থেকে সেই বাসগুলি নিজস্ব রুটে না বেরোনোয় নিত্য যাত্রী ও সাধারণ যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ১২ ঘন্টার বনধের সমর্থনে জেলার চন্দ্রকোনা রোড রাস্তার উপর পিকেটিং করেন সংগঠনের সদস্যরা। ফলে রাস্তার উপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাক ও বাস। সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা। সপ্তাহের প্রথম দিনে বনধ ফলে সমস্যায় অফিস যাত্রীরাও।

রবীন্দ্র স্মরণ সন্ধ্যায় গান্ধর্বী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ মে ঃ কখনও ভানুসিংহ পদাবলী থেকে নৃত্য গীত ''আজু সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু, কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়''। আবার কখনও কিশলয় বাচ্চাদের নিয়ে নৃত্য আলেখ্য-''সবুজ প্রাণের গানের লিখা'', আবৃত্তি, রবীন্দ্র রসিকতার স্মৃতি চারণে আগত শত শত দর্শককূলের হৃদয় হরণ করলো গান্ধর্বীর কুশিলবরা। একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে এক নান্দনিক মঞ্চ সজ্জা সহ সৃষ্টিশীল অনুষ্ঠানের ছাপ রাখলো গান্ধর্বী সোসাইটি। সেখানে সুরসিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনবদ্য আলোচনা করেন দেবশ্রী মজুমদার। নৃত্যে-আদ্রিতা, সোমলতা, পৃথ্বীশা, অনিন্দিতা, ঈশিকা, আদৃকা, বিদিশা, বিপাশা, মধুবনী, বর্ণিতা, সৃঞ্জয়িনী, অভিশা, দেবদত্তা, অর্ণা, মিঠি, মেঘনা, আদৃতা, আরাধ্যা, লিপ্সা, সুকন্যা, অন্বেষা, রিম্পি, কল্লোলিকা, নিবেদিতা, প্রিয়াঙ্কা, কাবেরী সিং। নৃত্য পরিচালনায়-কাবেরী সিং। সংগীতে-শ্রীময়ী, বিকাশ, বিনীতা, প্রেরণা, সৌমজিৎ, অয়ন্তিক, অগ্নিভ, প্রজ্ঞা, শ্রেয়া, তৃষিতা, পৌলোমী, অস্মিতা, আত্রেয়ী, পায়েল, মৌতৃষা, প্রিয়াঙ্কা, রজত, তপতী রায়, বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। কবিতা পাঠে-অনমিত্র ও লোপামুদ্রা। যন্ত্রাণুষঙ্গে অর্থাৎ কীবোর্ডে ছিলেন রানা দত্ত, তবলায় সুমন্ত মুখার্জী ও তাপস ভট্টাচার্য এবং মন্দিরায় ছিলেন-প্রীতম নন্দী। সঙ্গীত সহ সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গান্ধর্বী সোসাইটির কর্ণধার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী চৈতি মজুমদার।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি অর্চনা যোশী দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারদের সাথে ২০২২-২৩ সালের কাজের পর্যালোচনা সভা করেন। সোমবার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ-এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। -নিজস্ব চিত্র।

অসহায়কে সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ মে ঃ ব্রেনের জটিল রোগে আক্রান্ত ফকদই বাড়ির বাসিন্দা কার্তিক সাহার দুই মাসের সন্তান শুভ সাহা। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। সেই খবর পেয়ে অসহায় কার্তিক সাহার বাড়িতে গিয়ে তাকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের বোর্ড সদস্য গৌতম গোস্বামী। জানা গিয়েছে ওই শিশুর ব্রেনে জল জমে রয়েছে। কিন্তু দুঃস্থ পরিবার হওয়ায় কার্তিক বাবু তার সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। অবশেষে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা গৌতম গোস্বামীর মাধ্যমে সাংসদ তথা তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে জানানো হয়েছে ওই শিশুর কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেই মতো সোমবার কার্তিক সাহার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে কথা বলেন গৌতম বাবু। এদিন তিনি ওই পরিবারকে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাওয়ার এবং থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন তিনি। এদিন গৌতম গোস্বামীর সাথে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

বিশালাকার বস্তু

দুরন্ত বার্তা, গড়বেতা, ২২ মে ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা দু নম্বর ব্লকের সিওরবনির জঙ্গলে আকাশ থেকে পড়ল বিশালাকার বস্তু। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ বিশাল শব্দ শুনতে পান গ্রামবাসীরা। অনেকে আকাশ থেকে বিশাল কিছু পরতে দেখেন। জঙ্গলের মাঝে বিশাল একটা ধাতব বস্তু পড়ে আছে দেখা যায়। বিশাল ধাতব বস্তুটি দেখতে ভিড় জমে যায়। গোয়ালতোড় থানা মারফত খবর পৌঁছায় পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারের কাছেও। তিনি জানিয়েছেন এই ধাতব বস্তুটি মিগ যুদ্ধবিমানের অতিরিক্ত ট্যাংক হতে পারে। ছবি দেখে প্রাথমিকভাবেই কলাইকুন্ডার এয়ারফোর্স স্টেশনের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যুদ্ধবিমানের অংশ কোনো কারণে ভেঙে বা খুলে পড়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এয়ার ফোর্সের আধিকারিকরা ওই এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। জঙ্গলের মধ্যে ওই এলাকাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

ভাসুরের হাতে খুন

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২২ মে ঃ কালিয়াগঞ্জ থানার মুদাফতপুর সংলগ্ন মধ্য গৌরীপুর গ্রামে লিচু গাছে বাদুড় তাড়ানোর জন্য টিন বাজানোকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ভাসুরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হল ভাইয়ের স্ত্রীর। ঘটনায় আহত হয়েছেন মৃত গৃহবধূর স্বামী সুকুমার রায়(৫০)। বর্তমানে তিনি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কমলা রায়(৪৫)। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ভাসুর সুবোধ রায় তার স্ত্রী ও পুত্রের নামে সোমবার কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার ভাই বিমল বর্মন। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পাশাপাশি খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সুবোধ রায় পুলিশি পাহারায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার বা কান ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কেটে গিয়েছে। এদিন বিকেলে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়।

তাহেরপুরের পুরপিতাকে কটাক্ষ তৃণমূল নেত্রীর

'ওনার তো কোন যোগ্যতাই নেই'

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ মে ঃ রাজ্যজুড়ে যখন বিভিন্ন পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিতে বিরোধীশূন্য ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল, ব্যতিক্রমী ভাবে গত পৌর নির্বাচনে নদীয়ার তাহেরপুর রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পৌর বোর্ড দখলে রেখেছিল সিপিএম। যার খবর ছড়িয়েছিল রাজ্যজুড়ে। পাশাপাশি রাজ্যের সিংহ ভাগ পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে বিভিন্ন দুর্নীতি সহ নাগরিক পরিষেবা নিয়ে তৃণমূলকে চাপ সৃষ্টি করতে মরিয়া সকল তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দল, সেই সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবার একই অভিযোগ তুলে সিপিএম পরিচালিত তাহেরপুর পৌরসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিক্ষোভে নামলো। সোমবার তাহেরপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস এক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচীর ডাক দেয়। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন তাহেরপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী উমা দত্ত, নদীয়া দক্ষিণ জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক ঘোষ, শুভজিৎ ব্যানার্জি, বীরনগর শহর যুব সভাপতি শিবতোষ ঘোষ, নদীয়া দক্ষিণ তৃণমূল সম্পাদক

এবং গোপাল দাস তাহেরপুর শহর তৃণমূল যুব সভাপতি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। তৃণমূলের অভিযোগ শহরে কোনরকম নাগরিক পরিষেবাই দিতে পারছে না এই পৌরবোর্ড। পাশাপাশি তারা আরও বলেন শহরে রাস্তা থেকে শুরু করে আলো, পানীয় জলের মতো জরুরি পরিষেবার দিকেও নজর নেই এই অপদার্থ পৌরবোর্ডের, এমনকি শহরজুড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় জঞ্জালের স্তূপ। যার ফলে এলাকায় বিভিন্ন রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সবমিলিয়ে তাহেরপুর পৌর এলাকায় সাধারণ মানুষ নাগরিক পরিষেবা থেকে সম্পূর্ন বঞ্চিত। এরই প্রতিবাদে এদিনের এই কর্মসূচী। এই কর্মসূচী থেকেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শহর তৃণমূল সভানেত্রী পৌরপতিকে সরাসরি কটাক্ষ করে বলেন, ওনার তো কোন যোগ্যতা নেই। উনি কথাও বলতে জানেন না। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, এদিন আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দাবীগুলো আমরা তুলে ধরলাম, দ্রুততার সাথে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে লাইফ মিশন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মে ঃ দেশজুড়ে ভারত সরকারের লাইফ মিশন কর্মসূচি রূপায়নে কাজ শুরু করেছে মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প। গত ৮ মে থেকে শুরু পরিবেশ রক্ষায় এই কর্মসূচি চলবে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের দিন পর্যন্ত। লাইফ স্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট এই উদ্যেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে সকল নির্দেশিকা দিয়েছে তার যথাযথ পালনের জন্য ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে গত ১১মে থেকে প্রকল্প লাগোয়া ১০ কিমি এলাকার প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করতে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে। মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইএম এন্ড পিসি অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে প্রথমেই এলাকার বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়াদের সচেতন করছেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক কল্যাণী পাইন। প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) অভীক কুমার কাঞ্জিলাল স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সেমিনার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা বাজার-হাট করতে গেলে থলি নিয়ে যেতে হয় এটা ভুলে গেছি। ফলে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। অভিভাবকদের সচেতন করতে স্কুল পড়ুয়ারা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভূমিকা নিতে পারে। ওদের বোঝানো হয়েছে প্লাস্টিক বর্জন করে জুট ও কাপড়ের থলে, বস্তা ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি। প্রকল্পের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প সুশান্ত ষন্নীগ্রাহীর নেতৃত্বে প্রতিটি কর্মী ও আধিকারিক পরিবেশ রক্ষায় শপথ গ্রহণ করেন। ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে নেমে সাধারণ মানুষকেও সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন। কল্যাণী পাইন জানান, বর্তমান সময়ে মানব সভ্যতার সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। প্রকৃতির উপর মানুষের তৈরি খাঁড়া যেভাবে ধংসলীলা শুরু করেছে পরিবেশ তার বদলা নিতে শুরু করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে রাষ্ট্র সংঘ প্রথম বিশ্বের দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি দিলেও তারা সব দায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর বনভূমি কমছে। বরফ গলছে, ফলে সমুদ্রতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থলভূমির পরিমাপও দিনদিন কমছে। এবিষয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ রক্ষায় ভারতবর্ষকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই মত সারা দেশে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রকল্প প্রধান সুশান্ত ষন্নীগ্রাহী বলেন সেই কর্মযজ্ঞে ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প শরিক হতে পেরেছে বলে গর্ববোধ করছেন।

হচ্ছে না ড্রেন সমস্যার সমাধান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ মে ঃ বর্ষার জলে নয়, উপচে পড়া ড্রেনের জলে ভাসছে পূর্ব বর্ধমানের বৈকুন্ঠপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালনগর গ্রামের বাসিন্দারা। অভিযোগ, বাসিন্দারা না কি বিজেপি সমর্থক, এলাকার বাসিন্দারা বিজেপিকে ভোট দেয়! তাই ড্রেনের জল যন্ত্রণা থেকে মিলছে না সুরাহা। গত তিন বছর ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও মেলেনি কোন সুরাহা বলে অভিযোগ গোপালনগরের বাসিন্দাদের। অবশেষে বৈকুন্ঠপুর-২ পঞ্চায়েতের প্রধান কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো গোপালনগরের বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, কি বর্ষা, কি গ্রীস্ম সব সময় ড্রেনের জল রাস্তার উপর। সেই নোংরা জলেই পা দিয়ে করতে হচ্ছে যাতায়াত, খেলছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্ছারা। এছাড়া ডেঙ্গু মশার উপদ্রব তো আছেই। যেহেতু তারা বিজেপি সমর্থক, তাই পঞ্চায়েত সদস্য থেকে প্রধান, সকলকে বারে বারে দরবার করলেও মিলছে একটাই উত্তর ফান্ড নাই। বৈকুন্ঠপুর পঞ্চায়েতের গোপালনগর গ্রামে ড্রেনে একটা বড় সমস্যা রয়েছে তা এক কথায় স্বীকার করে নেন পঞ্চায়েত প্রধান লিপি মালিক। তিনি জানান, ওই এলাকায় পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়াদের নিয়ে পরিদর্শনও করেছেন তিনি। সমস্যার সমাধানের জন্য লাগবে ৮-৯ লক্ষ টাকা। এই মুহূর্তে খরচ করার মতো এতো ফান্ড নাই পঞ্চায়েতের। লিপি দেবী আরও দাবী করেন যে, গোপালনগরের ড্রেনের সমস্যার জন্য বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথারিটির চেয়ারম্যানের কাছে দরবার করেছেন। চেয়ারম্যান পঞ্চায়েতকে জানিয়েছে ফান্ড নাই। অর্থাৎ শুধুমাত্র ফান্ডের অভাবেই নাকি সমাধান করা যাচ্ছে না গোপালনগরের নিকাশী নালার সংস্কার! এই বিষয়ে বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধীরঞ্জন সাউ কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, বিজেপি করার অপরাধে বর্ধমান শহরের অদূরে একটি গ্রামকে সারা বছর ড্রেনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বর্ধমান সদর জেলার পঞ্চায়েত বা বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ফান্ড নাই। অথচ তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রায় কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই টাকা কিন্তু মানুষেরই টাকা। তা মানুষের সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে বিভিন্ন মোচ্ছবে খরচ করা হচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন সুধীরঞ্জন বাবু।

কৃতীদের সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ মে ঃ ২০২৩ এর মাধ্যমিকে এক থেকে দশম স্থানাধিকারী ১৭ জন কৃতী ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে সোমবার ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দিলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) কাজল রায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জল প্রামানিক, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুব মন্ডল সহ জেলা পরিষদের সদস্য এবং সদস্যাবৃন্দ। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছার পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফুলের স্তবক, মিষ্টি, পেন ও একটি ডিক্সিনারি। জেলা পরিষদের আধিকারিকের কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়ে খুশী ছাত্র-ছাত্রীরা।

শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড
CIN : L24235MH1996PLC057150
রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/ ৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী, মুম্বই-৪০০০০২
টেলি নং.ঃ (০৩৩) ২২৪২০৭৫১
ই-মেলঃ shyamainfosys57@gmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.shyamainfosys.co.in
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ যে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ২৯ মে, ২০২৩ (ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে) বিবেচনা এবং রেকর্ড গ্রহণ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩। আরও 'কোড অফ কণ্ডাক্ট' অনুসারে যা সজ্জিত অধীন সেবি (পিআইটি) ধারা, ২০১৫ ট্রেডিং উইন্ডো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে ডিরেক্টর, প্রশাসনিক আধিকারিক, সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং পদাধিকারীদের জন্য কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ট্রেডিংয়ে ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে এবং বন্ধ থাকবে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩।
শ্যামা ইনফোসিস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
সমীর বিশ্বাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৩
DIN : 07834469

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লি.
CIN: L01132WB1990PLC048991
রেজিস্ট্রার অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বর-২২১০০৫৫৩,
ফ্যাক্স নম্বর-০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেলঃ-enquiry@norbentea.com
ওয়েবসাইটঃ-www.norbentea.com
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড পরিচালনবর্গের সভা আনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ২৯ মে, ২০২৩ রেজিস্ট্রার অফিস ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ বেলা ১.১৫ ঘটিকায়, ইন্টার-আলিয়া, বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ কোম্পানির স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩।
বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর /-
আশিস পাঠক
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক
স্থানঃ- কলকাতা
তারিখ-২২ মে, ২০২৩

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.
CIN : L51909WB1895PLC001021
রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ allianceudyog@gmail.com
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি. বোর্ডের পরিচালনবর্গদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে মঙ্গলবার, ৩০ মে, ২০২৩, রেজিস্টার্ড অফিসে ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ইন্টার-আলিয়া, বিবেচনা, এবং রেকর্ড গ্রহণ কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩।
উল্লেখিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-allianceudyog.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে -cse-india.com যেখানে কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে।
অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লি.-র পক্ষে
শারদুল সিং জৈন
ডিরেক্টর
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৩
DIN : 00013732

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/০২-২০২৩/ জিইএম/কে/১৯২; তারিখ ১৮-০৫-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; বিড নং.ঃ জিইএম/২০২৩/বি/৩৩৬১৭৬১। কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে-এ- ২ বছরের জন্য কাটিহার (কেআইআর) এবং নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-তে প্রতিমাসি মেইনটেনেন্স ডিপোতে এলএইচবি এসি কোচ এবং এলজিএসি কোচে কম মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিটগুলির (আরএমপিইউ-এর) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। কাজের আনুমানিক খরচঃ ৳৩,৫৭,৩৬,২৮১/-; বায়না মূল্যঃ ৳৩,২৮,৭৯০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭.০০ ঘটিকা এবং খোলা ০৮-০৬-২০২৩ তারিখে ১৭.৩০ ঘটিকা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৬-২০২৩ তারিখে ১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক সেবায় হাসিমুখে

IIFL FINANCE গোল্ড লোন
PUBLIC NOTICE
The branch of IIFL Finance Ltd. located at 74, G.T. Road 1st Floor Battala Crossing, Serampore, Hooghly - 712201, West Bengal, will be shifted to below mentioned address with effect from 1st July, 2023.
New Address: IIFL Finance Ltd., 46(29/1) G.T. Road, Serampore, Nabagram - 712 203, West Bengal. Contact: 98331 85865.
All existing services can be availed at the new location.
সর্বজনীন সূচনা
74, জিটি রোড, 1ম তল, বটতলা ক্রসিং, শ্রীরামপুর, হুগলি-712201, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ইন্ডিয়া ইনফোলাইন ফাইনান্স লিমিটেড-এর শাখা 1লা জুলাই, 2023 থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।
নতুন ঠিকানা- আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড, 46(29/1) জিটি রোড, শ্রীরামপুর, নবগ্রাম-712203, পশ্চিমবঙ্গ। যোগাযোগ নং- 98331 85865।
সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন স্থানে নেওয়া যেতে পারে।

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L27109WB1917PLC002880
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata - 700-001,WB, India.
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 30th day of May, 2023 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia Audited Financial Results for the 4th Quarter / Year ended 31st March, 2023.
The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.By Order of the Board
Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
ACS 13288
Place : Kolkata
Date: 22.05.2023

পূর্ব রেলওয়ে
শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ প্রদান
নং. সিসিএম/ই-অকশন তারিখ ১৮.০৫.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible]
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
এমআরআই এবং অন্যান্য রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত টাই-আপ
নং.ঃ এমইডি/এমআরআই অ্যান্ড আদারস/বিআরএসএইচ/২০২৩/ইওআই তারিখ ঃ ১৯.০৫.২০২৩
সংশোধনী সহ বিজ্ঞপ্তি
বি.আর. সিং হসপিটাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের এমআরআই ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রকৃত বিলের অর্থপ্রদান ব্যবস্থার ভিত্তিতে এমওইউ (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং)-এর মাধ্যমে ২ বছরের টাই-আপ পদ্ধতির বিজ্ঞপ্তি এবং তার সংশোধনী-১ ইওআইনং এমইডি/এমআরআই-অ্যান্ড-আদারস-টাই-আপ/বিআরএসএইচ/ইওআই/২০২৩ তারিখ ০১.০৫.২০২৩ ও সংশোধনী-২ নং ঃ এমইডি/এমআরআই অ্যান্ড আদারস/ বিআরএসএইচ/২০২৩/ইওআই/সিওআরআরআই-২ তারিখ ১৯.০৫.২০২৩-এর মাধ্যমে রেলওয়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির লিঙ্ক নীচে দেওয়া হল: https://er.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,6,442,462,467,2223 তারিখ ঃ ০২.০৫.২০২৩।
https://er.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,6,442,462,467,2223 তারিখ ঃ ১৯.০৫.২০২৩।
চিফ স্পেশালিস্ট-I, বি.আর.সিং হসপিটাল, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT
SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER NO: 01/2023-2024, Date-19/05/2023
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 16(Sixteen) nos. similar nature of works. Date of Download of Tender Paper:- **From 20/05/2023 9.00 am to 24/05/2023 up to 1.00 P.M.(IST).** Date of Submission of Tender Paper, Others Paper: - **From 20/05/2023 9.00 am to 24/05/2023 up to 1:00 P.M(IST).** & the Technical bid & Financial Bid will be open **26/05/2023 1.10 pm (IST)** onward. For further details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT10/5e/23
Memo No-: 2026/Eng/AS Dated : 22.05.2023
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_532738_1-05.** Closing date of Bid submission is **10.06.2023 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-08/2023-24 (2nd Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 02(Two) no. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID: 2023_DM_532347_1 & 2023_DM_532347_2.** Document download/sell starting from **20.05.2023 up to 26.05.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **20.05.2023 up to 26.05.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **29.05.2023 at 10:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-07/2023-24 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 04(Four) no. works/Schemes under 15th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID: 2023_DM_532422_1 & 2023_DM_532422_4.** Document download/sell starting from **20.05.2023 up to 26.05.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **20.05.2023 up to 26.05.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **29.05.2023 at 10:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

সভাপতির চ্যালেঞ্জে সায়

নার্কো টেস্ট করাতে রাজি বজরং-বিনেশরা

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্নায় দেশের কুস্তিগিররা। রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির অপসারণের দাবিতে সরব বিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিকরা। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরেই এই ইস্যুতে উত্তপ্ত রাজধানী। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থও হয়েছেন বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগতরা। জল অনেকদূর গড়ালেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কুস্তির আখড়া ছেড়ে যন্তর মন্তরে দিনের পর দিন ধর্নায় রয়েছেন সাক্ষীরা। বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা কুস্তিগিররা রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করেন। দেশের কুস্তিগিরদের শর্ত একটাই। বিনেশ ফোগত আর বজরং পুনিয়াকেও এই পরীক্ষা করাতে হবে। দুই কুস্তিগিরই যদি এই পরীক্ষায় রাজি হয়, তাহলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করুক। আমি নিশ্চিত ভাবে জানাচ্ছি, এই টেস্টের জন্য আমি একেবারে তৈরি।' কয়েকঘণ্টা বাদেই কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। তিনি সাফ জানান, ''আমরাও নার্কো টেস্ট করাতে রাজি। একই সঙ্গে আমরা সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে চাইব, ব্রিজভূষণের পরীক্ষা টেলিভিশনে লাইভ দেখানো হবে। আমরা দেখতে চাই ওকে কি প্রশ্ন করা হচ্ছে। ও আমার আর বিনেশের নার্কো টেস্ট করাতে চেয়েছে। শুধু আমরা

দু'জন কেন, যে মেয়েরা ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তারাও নার্কো টেস্ট করাতে চায়।'' যন্তর মন্তরে সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগতদের পাশে বসে পাল্টা হুঙ্কার বজরংয়ের। কুস্তিগির বিনেশ ফোগত বলেন, ''দেশের প্রত্যেকের জানা উচিত আমাদের বিরুদ্ধে কি অবিচার হয়েছে। ব্রিজভূষণ কোনও তারকা নয়। ও একজন যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত। ওর সঙ্গে সে রকমই ব্যবহার করা উচিত। মঙ্গলবার আমাদের প্রতিবাদের একমাস পূর্ণ হবে। ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত আমরা মোমবাতি মিছিল করব।'' অপর কুস্তিগির সাক্ষী মালিক বলেন, ''আমাদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ। কেউ যদি এই প্রতিবাদে অশান্তি করার চেষ্টা করে, তার দায় আমরা নেব না।''

আন্দোলনে সামিল হয়েছেন আরও অনেকে। এমনকি অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়াবিদরাও বজরং পুনিয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শুধু যৌন হেনস্থাই নয়, রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে কুস্তিগিরদের। ফেডারেশনে স্বচ্ছতা ফেরাতে এর আগে নির্বাচনের দাবিও তোলেন বিনেশ ফোগতরা। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। কুস্তিগিরদের দীর্ঘ অভিযোগের পর নার্কো টেস্ট করানোর দাবি তোলেন রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ সিং। সোমবারই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দিতে পোস্ট করে লেখেন, 'নার্কো টেস্ট, পলিগ্রাফ টেস্ট বা লাই ডিটেক্টর টেস্ট করানোর জন্য আমি প্রস্তুত। তবে আমার

বিরাট কোহলির চোট

বাদ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে থেকে?

বেঙ্গালুরুষ ২২ মেঃ শেষ লগ্নে চলে এসেছে আইপিএল ২০২৩। এরপরই ভারতের সামনে মহারণ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। আগামি ৮ জুন থেকে ওভালে শুরু হবে লাল বলের ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াই। কিন্তু তার আগে ফের চিন্তা বাড়ল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। চিন্তা বাড়ল রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়ের। চোটের কারণে আগেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ, শ্রেয়স আইয়র, কেএল রাহুল। দুর্ঘটনার কারণে নেই ঋষভ পন্থও। এবার আইপিএলে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট পেলেন বিরাট কোহলি। রবিবার আইপিএলের ডু অর ডাই ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ম্যাচে ব্যাট হাতে আইপিএলে লাগাতার দুটি শতরান করেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ শতরানকারীও হন ভিকে। কিন্তু ফিল্ডিং করার সময় চোট পান তিনি। দেখা যায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়তে। তারপর আর ফিল্ডিং করতেও নামেননি বিরাট কোহলি। এর পরই চিন্তা বেড়েছিল ভারতীয় দল ও কোহলি ফ্যানেদের মধ্যে। ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় ১৫ তম ওভারে চোট পান বিরাট কোহলি। গুজরাত টাইটান্সের বিজয় শংকররের ক্যাচ দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভ মেরে ধরেন বিরাট কোহলি। অনবদ্য ক্যাচে বিজয় শংকরকে প্যাভেলিয়নে ফেরালেও হাঁটুতে চোট পান বিরাট কোহলি। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে আরসিবির ফিজিও এসে কোহলির প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। মধ্যেই লন্ডন উড়ে যাবেন কোহলি। প্রসঙ্গত, গুজরাতের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৯৭ রান করে আরসিবি। ৬১ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন বিরাট কোহলি। রান

তারপর মাঠ ছাড়েন বিরাট কোহলি। তবে কোহলির চোট খুব গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছেন আরসিবির কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার। তিনি বলেছেন, ''হ্যাঁ, ওর হাঁটুতে সামান্য সমস্যা রয়েছে। তবে আমি মনে করি না ওটা খুব মারাত্মক।'' জানা গিয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি সারতে ২-১ দিনের তাড়া করতে নেমে পাল্টা শুভমান গিলের সেঞ্চুরিতে ভর করে সহজেই জয় পায় গুজরাত টাইটান্স। ১০৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন গিল। গুরাতের জয়ে আরসিবির আইপিএল জয়ের স্বপ্ন এবারও অধরাই থেকে গেল। গ্রুপ থেকেই বিদায় নিতে হল কোহলি, ডুপ্লেসিদের।

মেসির নেতৃত্বেই বেজিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরেস, ২২ মেঃ আগামী মাসে আর্জেন্টিনা যে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে, তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ, তারিখ ও লিওনেল মেসি খেলবেন কি না, সেটা চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তারা এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, চিনের রাজধানী বেজিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেবেন মেসি। ১৫ জুনের এ ম্যাচের পর ১৯ জুন ইন্দোনেশিয়ায় তাদেরই বিপক্ষে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বিশ্বকাপজয়ী মেসির আর্জেন্টিনা। চিনে আর্জেন্টিনার দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ জুনের ম্যাচটি খেলতে মেসি সেখানে যাবেন। ২০১৭ সালের পর এটাই তাঁর প্রথম চিন সফর। ৩৫ বছর বয়সি মেসির এটা সপ্তমবারের মতো চিনে যাওয়া। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার হয়ে সফরগুলো করেছেন মেসি। মেসি প্রথম চিনে গিয়েছিলেন ২০০৫ সালে। এরপর ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে

গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে। ২০১০ সালে বার্সেলোনার হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলতেও চিনে গিয়েছিলেন তিনি। মেসি আসছেন-এ খবর দ্রুতই চিনে ছড়িয়ে পড়েছে। সরগরম হয়ে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এখন থেকেই সেই ম্যাচের টিকিট পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে চিনের মানুষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসির এক চিনা-ভক্ত লিখেছেন, 'আমি যদি এ ম্যাচের টিকিট পাই, এক বছর প্রেমিকা ছাড়া থাকতেও রাজি আছি।' খুব বেশি দিন হয়নি আর্জেন্টিনা-অস্ট্রেলিয়া সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছে। গত বছরের কাতার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন মেসি-দি মারিয়ারা।

'অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পারবে না ভারত'! কুখ্যাত মাইন্ড গেম শুরু চ্যাপেলের

লন্ডন, ২২ মেঃ যশপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার ভারতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল। দীর্ঘসময় ধরে পিঠের সমস্যায় ভুগছিলেন বুমরাহ। সম্প্রতি তার পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছে। ২০২২ এর সেপ্টেম্বরে ভারতের হয়ে শেষ খেলেছেন বুমরাহ। অন্যদিকে, উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋষভ পন্থ সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। গত ডিসেম্বর মাসে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর জখম হন। তার অস্ত্রোপচার হয়। চলতি আইপিএলেও এই দুজন অংশ নিতে পারেননি। চ্যাপেল আরো মনে করেন হার্দিক পান্ডিয়ার মত একজন অলরাউন্ডারের ভারতীয় দলে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০১৮ সালে হার্দিক শেষ লাল বলের ক্রিকেট খেলেছিলেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে শ্রেয়স আইয়ার ও কেএলরাহুলকেও ভারত পাচ্ছে না। যা দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। ইএসপিএন ক্রিসিনফোতে চ্যাপেল কলামে লিখেছেন, 'যশপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতি দলের উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে, এরা দুজন দলে থাকলে এই ম্যাচে নির্দ্বিধায় ভারতই এগিয়ে থাকত। হার্দিক পান্ডিয়ার না থাকাটাও বিস্ময়কর, তাতে আখেরে ভারতের ক্ষতিই হবে, ও ম্যাচের রূপ বদলে দিতে পারত।' চ্যাপেল মনে করেন ইংল্যান্ডের পরিবেশে অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং আক্রমন অস্ট্রেলিয়াকে ভারতের থেকে এগিয়ে রাখবে। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, যশ হেজেলউড ও মিশেল স্টার্কের পেস বোলিং আক্রমণ ভারতের থেকে সামান্য হলেও এগিয়ে রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তবে মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ ও উমেশ যাদব সমৃদ্ধ ভারতীয় বোলিংও শক্তিশালী বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে তার মতে স্পিন বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ভারত এগিয়ে থাকবে। দুই দলের ব্যাটিংয়ের উপর অলোকপাত করে চ্যাপেল বলেন, 'অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে স্টিভ স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন ও উসমান খোয়াজার বড় রান করার ক্ষমতার উপর।' কিন্তু ওয়ার্নারকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, চ্যাপেল মনে করেন কোহলি, রোহিত শর্মা, পূজারা গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় কারণ টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য পেয়েছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং এর মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে বলে তার মত। তিনি বলেন, 'শুভমন গিলের উপর অজি বোলারদের বিশেষ নজর দিতে হবে, কারণ শুভমন নির্ভীক ব্যাটিং করেন ও তার মানসিকতা রক্ষণাত্মক নয়, স্ট্রোক মারার দিকেই তার সব সময় নজর থাকে।'

মোহনবাগানকে পাল্টা জবাব কেকেআরের

সবুজ-মেরুণের অভিযোগ উড়িয়ে দিল নাইট রাইডার্স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ মেঃ কমার নাম নেই মোহনবাগান বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্সের দ্বৈরথ। এবার মোহনবাগানকে পাল্টা দিল কেকেআর। সবুজ-মেরুণের তোলা অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিল নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ। ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর বনাম

লখনউ সুপার জায়ান্টসের খেলার দিল একদল মোহনবাগান সমর্থককে সবুজ-মেরুণ জার্সি পরে মাঠে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কেকেআরের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় বিবৃতি প্রকাশ করে নিন্দা জানিয়েছিলেন মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত। এবার পাল্টা বিবৃতিতে কেকেআর সব অভিযোগ অস্বীকার করল। কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচে মোহনবাগানকে সম্মান জানাতে সবুজ মেরুণ জার্সি পরে নেমেছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আইপিএল দল। ফ্যামেদেরও মাঠে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, ম্যাচের দিন মোহনবাগানের জার্সি ও স্কার্ফ পরে মোহনবাগানের একটি ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা মিছিল করে ইডেনে খেলা দেখতে যায়। কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষে তাদের ঢুকতে দেয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে কিছুসময় বিক্ষোভও দেখান বাগান ফ্যানেরা। তারপরও তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। শেষে মোহনবাগানের জার্সি বদলে মাঠে ঢোকেন বাগান ফ্যানেরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বিবৃতি প্রকাশ করে কেকেআরের আচরণের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'কোনও ব্যক্তি যে ক্লাবকে ভালবাসে তাদের সমর্থন করা এবং জার্সি পরার অধিকার রয়েছে। ভারতের জাতীয় ক্লাবকে অশ্রদ্ধা করার জন্য জন্যে মোহনবাগান ক্লাবের তরফে কেকেআর ম্যানেজমেন্টের আচরণের তীব্র নিন্দা করছি।' এবার পাল্টা বিবৃতিতে কেকেআর জানানো হল, 'কেকেআর বনাম এলএসজি ম্যাচে কিছু দর্শককে মাঠে ঢুকতে না দেওয়া নিয়ে যে খবর রটছে তা সঠিক নয়। দর্শক নিয়ন্ত্রণ কেকেআরের হাতে নেই। কলকাতার সমর্থকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল। বিশ্বের অন্যতম সেরা সমর্থকদের আমরা অপমান করার কথা ভাবতেও পারি না।' শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে মোহনবাগান সমর্থকদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগের জল অনেক দূর গড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাকযুদ্ধে জড়িয়েছে ফ্যানেরা। আর এবার সেই বিবাদ গড়া মোহনবাগান ও কেকেআর কর্তাদের মধ্যেও। আগামি দিনে কেকেআর বনাম মোহনবাগানের এই দ্বৈরথ কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই দেখার।

নোংরামির সীমা ছাড়াল বিরাট ভক্তরা! গিলের মৃত্যু কামনা এবং বোনকে কটূক্তি

বেঙ্গালুরু, ২২ মেঃ কিং কোহলির যোগ্য উত্তরসূরী তিনি। বিরাট যদি রাজা হন, শুভমন গিল তবে রাজপুত্র। এইভাবে বললেও ভুল বলা হয় না। যার ব্যাটিং দেখে স্বয়ং বিরাট কোহলি পর্যন্ত মুগ্ধ, সেই শুভমন গিলকে কুসিত আক্রমণ করলেন বিরাট কোহলির ভক্তদের একাংশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভমন গিলকে নোংরা আক্রমণের মুখে পড়তে হল। নিজেদের বিরাট এবং গাড়ির ছবি দিয়ে বলা হয় এই গাড়িটাই যদি গিল থাকতেন সবচেয়ে ভাল হত। শুধু তাই নয়, শুভমনের দিদির ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিঙ্ক শেয়ার করে তাঁকেও গালিগালাজ করার আহ্বান জানিয়েছে কেউ-কেউ। তাঁকে ধর্ষণেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে সেই ধরনের নোংরামির চরম বিরোধিতা করেছেন অধিকাংশ বিরাট ভক্ত। পুরো ঘটনার জন্য

আরসিবি ভক্ত হিসেবে দাবি করে একদল নেটিজেন তাঁকে নোংরা আক্রমণ শানাচ্ছে। কেউ কেউ প্রার্থনা করতে থাকে যাতে ঋষভ পন্তের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন শুভমন। সেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ তাঁরা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বিরাটদের কাছে অঙ্কটা পরিস্কার ছিল- জিতলে প্লে-অফের টিকিট মিলবে। নাহলে অধরা থাকবে আইপিএল জয়ের স্বপ্ন। সেই মরণবাঁচন ম্যাচে বিরাটে ৬১ বলে অপরাজিত ১০১ রানের সৌজন্যে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে আরসিবি পাঁচ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। জবাবে ৫২ বলে গিলের অপরাজিত ১০৪ রানের সুবাদে পাঁচ বল বাকি থাকতেই ছয় উইকেটে জিতে যায় গুজরাত। তবে এই ঘটনায় মানুষের নিম্ন মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। গিল ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তিনি যে দলের হয়েই খেলুন না কেন, তাকে অসম্মান করার অধিকার নেই। বিরাটের সমর্থক হিসেবে নিজেদের দাবি করা ভক্তরা এসব করে নিজেদের ছোট প্রমাণ করছেন। সঙ্গে বিনা কারণে জড়িয়ে যাচ্ছে বিরাট কোহলির নাম। তবে গিল কত বড় ক্রিকেটার সেটা ফের একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে। একদিকে যখন এইরকম কুৎসিত আক্রমণের শিকার শুভমন ও তাঁর বোন, একদল আরসিবি ও বিরাট ভক্ত পুরো বিষয়টার চরম বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, যারা এভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করে নিজেদের আরসিবি ও বিরাটের ভক্ত বলছেন, তাঁরা আদতে আসল ভক্ত হতে পারেন না। বেশ কয়েকজন আরসিবি ও বিরাট ভক্তদের দাবি, এভাবে যেন শুভমন ও তাঁর বোনকে আক্রমণ না করা হয়।

মেসিকে বার্সেলোনায় চান লেভানডফস্কি

বার্সেলোনা, ২২ মেঃ লিওনেল মেসি যদি বার্সেলোনায় ফেরেন, মাঠের ফুটবলে সবচেয়ে বড় 'ক্ষতি' কার হতে পারে? সাধারণত যেখানে মেসি, সেখানেই প্রচারের আলো। মেসি থাকলে অন্যদের আলোচনায় উঠে আসা কঠিন। ক্লাবের বিজ্ঞাপনের প্রধান মুখও তিনিই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলগত সাফল্যে মেসির অবদানই মনোযোগ পায় বেশি। সব মিলিয়ে কারও কারও ধারণা, মেসি বার্সেলোনায় ফিরলে বড় 'ক্ষতি'টা হবে রবার্ট লেভানডফস্কির। বার্সেলোনার প্রধান মুখ থেকে নেমে যেতে হবে দ্বিতীয় স্থানে। এই অর্থে মেসি বার্সায় ফিরলে লেভানডফস্কির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কই। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি হলেও মেসিকে বার্সেলোনায় চান লেভানডফস্কি। কাতালান ক্লাবটিতে মেসির সঙ্গে খেলতে চান বার্সার পোলিশ ফরোয়ার্ড। প্রতিদ্বন্দ্বি তো নয়ই, বরং খেলার ধরনের কারণে মেসিকে মনে করছেন সেরা সহযোগী। ৩৪ বছর বয়সি পোলিশ স্ট্রাইকার তাই সোজাসাপটাই বললেন, ''বার্সেলোনায় আমি মেসির সঙ্গে খেলতে চাই।'' মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছিলেন ২০২১ সালের আগস্টে। পিএসজির সঙ্গে তাঁর দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে জুনে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকদের সঙ্গে দূরত্বসহ নানা কারণে প্যারিসে আর থাকা

হচ্ছে না মেসির। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে সৌদি আরবের আল-হিলাল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামির পাশাপাশি বার্সেলোনার নামও উচ্চারিত হচ্ছে। কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হোয়ান লাপোর্তাসহ পরিচালনা পর্ষদের অনেকে মেসিকে ফেরাতেও চান। এদিকে, লেভানডফস্কি বার্সেলোনায় যোগ দেন ২০২২-২৩ মরসুমে। বায়ার্ন থেকে এসে প্রথম বছরই জিতেছেন লা লিগা, যেখানে তাঁর একার অবদান ৩১ ম্যাচে ২২ গোল। লেভানডফস্কির মনে হচ্ছে, সামনের মরসুমে আরও বেশি গোল করতে পারবেন। মেসি ফিরলে যা আরও সহজই হবে বলে মন্তব্য তাঁর, ''আমি তাঁর (মেসি) সঙ্গে এখানে খেলতে চাই। গত কয়েক বছরে তিনি খেলার ধরনে বদল এনেছেন। তাঁর মতো করে ফুটবলটাকে গভীরভাবে বোঝেন, এমন একজনের সঙ্গে খেলাটা সহজ।'' লেভা বার্সেলোনায় কাটানো এক বছর ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন পোল্যান্ডের ম্যাচিকির সম্পাদক টমাস ভ্লোদারজিকের সঙ্গে। সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী আর্জেন্টাইন তারকাকে নিয়ে লেভানডফস্কি বলেন, ''মেসি তাঁর খেলায় বিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি ভাবেন ভিন্নভাবে, মাঠে অবস্থান নেন ভিন্নভাবে, খেলেনও ভিন্নভাবে। খেলার গতিবিধি ভালো বুঝতে পারেন, যেটা বার্সেলোনা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে।'' বার্সেলোনায় ফিরলে মেসি হয়তো আক্রমণভাগের সামনের দিকে খেলতে পারেন, এমন প্রসঙ্গ উঠলে লেভানডফস্কি সরাসরি জবাব দেননি, ''এটা আপনি জাভিকে (বার্সা কোচ) জিজ্ঞেস করুন।'' বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতা লেভানডফস্কি ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501